নিতান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ পিতামাতা বা অপরের দোষে যদিও শিশুরা অসত্যপ্রিয় হয়, তথাপি শিশুরা যে অসত্য কথা কহে তাহা পিতামাতা জানিতে পারিলেই তদ্দোষ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু অগ্রে আপনাদিগের দোষ সংশোধন না করিয়া শিশুকে শাসন করিলে কোন ফলোদয় হইবে না।

"স্ত্রীষুনর্ম্মে বিবাহেচ বিত্তার্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণেচ হিংসায়াং নানৃতং স্যাৎ জুগুপ্সিতং॥"

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের নিকটে, বিবাহ বিষয়ক কথায়, ধনলাভার্থে, প্রাণের দায়ে এবং গোব্রাহ্মণ হিংসা স্থলে মিথ্যা নিন্দনীয় নহে, এই যে শাস্ত্রকার-দিগের দুর্ব্বাক্য তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন ও ভস্মসাৎ করিয়া কেবল সত্যেরই জয় এই কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া অসত্যকে সর্পের ন্যায় বা যমের ন্যায় ভয় করিয়া অথচ কুম্ভীর ন্যায় ঘৃণা করিয়া কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া শিশুকে সত্যপ্রিয় করিবার চেষ্টা উন্মাদের কার্য্য। শিশুদের অসত্য কথা কহিবার প্রধান কারণ এই তাহারা যে কর্ম্ম করিয়া বিবেচনা করে যে তাহা পিতামাতার মনঃপূত হইবে না বরং তজ্জন্য তাঁহারা দণ্ড দিবেন সে কর্ম্ম তাহারা পিতামাতার নিকট স্বীকার করে না। অতএব মিথ্যা কথার প্রধান কারণ দণ্ডভয়। পিতা মাতা যদি শিশুদিগের এমন হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন যে দণ্ডপ্রদান করা তাহা-দিগের কদাপি ইচ্ছা নহে, অন্যায় ও হানিজনক কর্ম্ম হইতে বিরত করাই কেবল তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দণ্ডপ্রদানে বিরত হইয়া শিশুরা যে কার্য্য গোপন করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে, তাহার অন্যায়তা ও মন্দফল স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই উপায়টি উদ্ধোদকে পদদ্বয় ডুবাইয়া মস্তক পীড়ার প্রতী-কার করার ন্যায় বটে, কিন্তু দোষের অব্যবহিত প্রতীকার দুর্লভ। পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন এবং সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন ইত্যাদি প্রকার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারিলে উপকার হইতে পারে। কখন যদি কেহ দোষ করিয়া স্বীকার করে এবং যদি সে দোষটি দণ্ডযোগ্য হয় তথাপি তাহা অন্যায় ও হানিকর এই মাত্র বুঝাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সত্যপ্রিয়-

তার নিমিত্ত সাধুবাদ করা একটি মন্দ উপায় নহে। শিশুরা স্বভাবতঃ সত্যবাদী থাকে, কেবল সংসর্গের দোষে ও শিক্ষার দোষে তাহারা অসত্যবাদী হইয়া উঠে; কিঞ্চিৎ সাবধানে কার্য্য করিলেই তাহাদিগের সেই স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা প্রবল রাখা যায় এবং তাহা হইলে অতিশৈশব কালেই এই সার নীতির মর্ম্মটি হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, যথা যে কর্ম্ম গোপনে করিতে হইবে বা যাহা করিয়া অস্বীকার করিতে হইবে, সে কর্ম্ম অন্যায় ও গর্হিত। আর একটি বিষয়ে পিতামাতার সাবধান হওয়া উচিত, যে কখন কেহ শিশুর উপর মিথ্যাপবাদ না দেয়, এবং কেহ দিলে যত্নপূর্ব্বক শিশুকে সে অপবাদ হইতে মুক্ত করা কর্ত্তব্য। কোন দোষের মিথ্যাপবাদ দেওয়া আর সেই দোষ করিতে অথচ সেই দোষ করিয়া গোপন করিতে শিক্ষা দেওয়া সমান। কিঞ্চিন্মাত্র সৎকর্ম্মের নিমিত্ত সাধুবাদ করিলে যেমন আগ্রহ সহকারে সেই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, অকৃতদোষে অপবাদ দিলেও সেইরূপ আগ্রহ সহকারে সেই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। যে পর্য্যন্ত শিশুদিগের সংস্কার থাকে যে পিতামাতা তাহাদিগকে কোন বিষয়ে দোষী বলিয়া আশঙ্কা করেন না, সে পর্য্যন্ত তাহারা সে দোষকে অতি যত্নের সহিত ত্যাগ করে। অতএব দোষী বা নির্দ্দোষী বিচার করিতে হইলে সাবধান যে যেন নির্দ্দোষীকে দোষী বলা না হয়। বরং দোষীকে নির্দ্দোষী বলিলে কোন বিশেষ হানি না হইতে পারে, কিন্তু নির্দ্দোষীকে দোষী বলা কদাচ উচিত নহে। মানবপ্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব দর্শন করিয়াই ইংলণ্ডীয় দণ্ডবিধান কর্ত্তারা অপরাধীর দোষ বিচারের স্থলে উক্তরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন।

স্ত্রীগণের সামাজিক সম্বন্ধ ও অধিকার।

বর্ত্তমান সময়ে ইলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম দেশে সমাজের সহিত স্ত্রীগণের কি প্রকার সম্বন্ধ, এবং তাঁহাদিগের কি কি বিষয়ে অধিকার, ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে সর্ব্বত্র মহৎ মত ভেদ উপস্থিত; ভারতবর্ষ এ সময়ে নিদ্রিত নাই, অধিক স্থান ব্যাপিয়া না হউক,

অত্যল্প স্থান মধ্যেও আমরা সেই আন্দোলনের সূত্র পাত দর্শন করিতেছি। যাঁহারা স্ত্রীগণের সামাজিক সম্বন্ধ ও অধিকার লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যেই সত্য ও অসত্য দুইই আছে। আমরা তাঁহাদিগের মতের কোন বিশেষ উল্লেখ না করিয়া, এসম্বন্ধে আমাদিগের নিকট যাহা বিচার সঙ্গত প্রতীত হয়, তাহাই এখানে পাঠিকাগণের বিবেচনার্থ সমর্পণ করিব।

আমাদিগের প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান শতাব্দির প্রসিদ্ধ ফ্রান্স দেশীয় পণ্ডিত অগস্ত কোমতের এ সম্বন্ধে মত কি, আমরা পাঠিকাগণকে সর্ব্ব প্রথমে অবগত করিব। এরূপ করিবার কারণ আছে। কারণ অগস্ত কোমত অধুনাতন জ্ঞানী মণ্ডলীর একজন প্রধান গুরু এবং স্ত্রী জাতিকে সমধিক সমাদর করিতেন, এমন কি তিনি স্ত্রী জাতিকে মনুষ্য মণ্ডলীর হৃদয় রূপে অবধারণ করিয়া মাতা, স্ত্রী, ও কন্যার ধ্যান ধারণা আরাধনা পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তদ্রূপও করিতেন। অগস্ত কোমত 'স্ত্রীগণের দাসত্ব বিমোচন' (Eemale Emanciptoin) মতের নিতান্ত বিরোধী। তাঁহার মতে স্ত্রীগণের হৃদয় রাজ্যের উপর পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীগণকে তিনি মূর্ত্তিমৎ স্নেহ এবং পুরুষগণকে মূর্ত্তিমৎ বিক্রম মনে করেন। তিনি পুরুষগণের নিয়ত কার্য্য প্রবৃত্তিকে যথাযথরূপে নিয়মিত, বিশোধিত এবং সামাজিক ভাবাপন্ন করা স্ত্রীগণের কার্য্য মনে করেন। সুতরাং স্ত্রীগণের পুরুষের ন্যায় কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাঁহারা গৃহে ভিন্ন অন্যত্র কখন কার্য্য করিবেন না, এই তাঁহার মত। স্ত্রীগণের প্রতিপালন জন্য পুরুষগণ পরিশ্রম করিতে যেমন বাধ্য, স্ত্রীগণ আবার তেমনি পুরুষগণের সম্পূর্ণ বশতাপন্ন হইতে বাধ্য। তিনি পণ্ডিতবর অরিষ্টটলের সহিত একমত হইয়া নির্দ্ধারণ করেন 'স্ত্রীগণের আন্তরিক বল, বশতাপন্নতাতেই বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।'

আমরা অগস্ত কোমতে সহিত মতে সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পারি না সত্য; কিন্তু তাঁহার এই বাক্যের মধ্যে যে অনেক সত্য আছে, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। স্ত্রীগণের দাসত্ব বিমোচনের যাঁহারা পক্ষপাতী, কোমত তাঁহাদিগের বিরোধী পক্ষের মত প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা যদি শুদ্ধ স্বভাবের অনুসরণ করিয়া স্ত্রীগণের সম্বন্ধ এবং তাঁহাদিগের অধিকার নির্ণয় করিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় এ বিবাদের অনেকটা মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা। এই মহৎ কার্য্যে অনেক সুবিজ্ঞ লোক অনেক চিন্তা করিয়া এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, আমরা সেই বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা নিতান্ত দুঃসাহসিকতা, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে করি, যথাসাধ্য তৎসাধনে কখন বিমুখ থাকিতে পারি না।

স্ত্রীগণের প্রকৃতি বিচার করিয়া এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অনেকে অযৌক্তিক মনে করেন। কারণ স্ত্রীগণ বহুকালাবধি পুরুষগণ কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত অবস্থায় স্থাপিত না হওয়াতে তাঁহাদিগের কি কি শক্তি ও সামর্থ্য আছে তাহা এ পর্য্যন্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অপ্রস্ফুটিত প্রকৃতি লইয়া তাঁহারদিগের সামাজিক সম্বন্ধ বা অধিকার নির্ণয় করা অসঙ্গত। এ কথার যুক্তাযুক্ততা বিচার না করিয়া আমরা বলিতে পারি, স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁহাদের প্রকৃতির যে কিয়দংশও আছে তাহার সন্দেহ নাই, স্ত্রীগণ মাতৃ-প্রকৃতিতে সংগঠিত একথা আর কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। স্ত্রীগণ মাতা হইবেন, অথচ সদ্যোজাত শিশুর সহিত তাঁহার কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিবে না ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং ইহাতে স্রষ্টার অভিপ্রায়ের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। স্ত্রীগণ প্রসবান্তে অন্য স্ত্রীগণের হস্তে স্বীয় শিশুর লালন পালনের ভার সমর্পণ করিবেন, নিজে মাতার কর্ত্তব্য হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ধাত্রী মাতার সমস্ত মাতৃগুণ লইয়া শিশুর পরিপালনে নিযুক্ত হইবেক, ইহা নির্দ্ধারণ করিলেও শেষোক্ত ধাত্রীতে আমরা মাতৃ প্রকৃতি অবলোকন করি। যে প্রকৃতি স্বভাবতঃ মাতার অবশ্য প্রাপ্য তাঁহাতে তাহা নাই, স্বজাতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তিতে তাহা অবস্থিতি করিতেছে ইহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ এবং স্বভাব বিরুদ্ধ কথা।

ইউরোপে কার্য্যের স্রোত এমনি প্রবল, এবং জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য স্ত্রীপু[illegible]ক এমনি পরিশ্রম করিতে হয় যে অনেক শ্রমজীবিনী

মাতা তাঁহাদিগের স্বীয়২ শিশুসন্তানের লালন পালন করিবার ভার নিজেরা লইতে পারেন না, সুতরাং সেখানে শিশুসন্তানগণকে লালন পালন করিবার ভার ধাত্রীগণের হস্তে সমর্পিত হয় এবং এই ধাত্রীগণ অন্যান্য ব্যবসায়ীগণের ন্যায় এক একটি বাণিজ্যালয় করিয়া নানা জনের সন্তান পরিপালনার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। অল্প দিন হইল এই সকল বাণিজ্যালয়ে শিশুসন্তানগণের উপরে কি প্রকার ভয়ানক অত্যাচার হয় এবং তাহাতে তাহাদিগের প্রাণান্ত পর্য্যন্তও যে সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অপরের শিশুকে নিজ সন্তানবৎ পালন করা কখন সম্ভবপর নহে, এবং যাহারা লাভের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক শিশুর ভার এক সময়ে গ্রহণ করিবে, তাহারা যে তাহাদিগের কর্ত্তব্য যথাযথ রূপে প্রতি পালন করিবে কখনই আশা করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু অতি শৈশবাবধি শিশুগণের চরিত্রের পত্তন হয়, এ সময়ে মাতা ধনলোভী স্বার্থপর ধাত্রীর হস্তে শিশু সন্তানের চরিত্র গঠনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন আশ্চর্য্য।

অনেকে বলিতে পারেন, গৃহে সচ্চরিত্রা সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্ত রাখিতে পারিলে, মাতা অনায়াসে তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে অবসৃত হইতে পারেন। এস্থলে বিবেচ্য এই প্রথমতঃ ঈদৃশী ধাত্রী লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। দ্বিতীয়তঃ ধাত্রী মাতার সমানপদস্থ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ শিশু সন্তানে অলক্ষিতরূপে অনেক সময়ে নীচতা আসিয়া সমুৎপন্ন হইবে। তৃতীয়তঃ শিশুর মাতৃগুণে বিভূষিত হওয়া স্বাভাবিক, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে শিশু যে প্রকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহাকে বিকৃত করা হয়। চতুর্থতঃ ধাত্রীর স্নেহ অসাধারণ হইলেও মাতার প্রকৃতিসিদ্ধ স্নেহের নিকটে তাহা সহস্র গুণে ন্যূন হইবেই হইবে; এই প্রকৃতি সিদ্ধ স্নেহাধীনে পালিত না হইলে শিশু সন্তানের হৃদয় সচ্ছন্দ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ মাতা নিজ শিশুর প্রতিপালনের কর্ত্তব্য অন্যের উপরে অর্পণ করিয়া নিজের প্রকৃতিকে পরিহার করাতে তাঁহার নিজ সম্বন্ধে সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। (ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বালিকাদ্বয় যত বেগে পারিল ছুটিয়া ছুটিয়া একটী মাঠে উপনীত হইল, ইহা মান্ধাতার সময় হইতে ভেলকীর মাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা একটী গলির মত দীর্ঘ, কর্দ্দমময়, জঞ্জালপূর্ণ, তাহার দুধারে অন্ধকারাবৃত জঘন্য মেটে ঘর সারি সারি প্রসারিত। বালিকা দুটীকে দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা এস্থানের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত; ভূমির সহিত যে কুটীর গুলি মিশাইয়া ছিল, তাহারা অনায়াসে তন্মধ্যস্থ একখানিতে গিয়া প্রবেশ করিল।

বালিকা দ্বয় চৌকাট মাড়াইবা মাত্র কতকগুলি বিকলাঙ্গ, অন্ধ, খঞ্জ মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। এই সকল লোক কে? ইহারা ইতিপূর্ব্বে নানা-প্রকার কৌশলে পীড়িত ও আতুরের অসংখ্য ছদ্মবেশ ধরিয়াছিল, এখন সেই গুলি খুলিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের কাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল কাঠের পা ভিন্ন তাহার চলা অসম্ভব, এখন সে সেই পা শূন্য-ভরে ছুড়িয়া ফেলিতেছে; কেহ আপনাকে জন্মান্ধ বলিয়া ইষ্টগুরুর দিব্য করিয়াছিল, এখন নিদ্রাভঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় মুদিত চক্ষু খুলিতেছে; কেহ ভাঙ্গা পার বন্ধন মোচন করিতেছে; এবং কেহ রঙ মাখিয়া আপনাকে মুমূর্ষু প্রায় দেখাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিল, এখন গাত্র পরিষ্কার করিয়া শরীরের দিব্য লাবণ্য বাহির করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে মাঠের ধারে দাঁড়াইয়া দলে দলে কানা খোঁড়া, কুঁজো, বুড়ো লোক বাহির হইতে দেখিয়াছেন, তিনি এখন তাহাদিগকেই সবল, সুস্থকায় যুবাপুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিলে এস্থান যে যথার্থই 'ভেলকীর মাঠ' তাহা অনায়াসে বলিবেন। যাহাহউক বালিকাদ্বয় অত্রত্য লোকদিগের এইরূপ রূপান্তর দেখিয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। দ্বারের নিকটবর্ত্তী লোকেরা তাহাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ না করে এইরূপ

সঙ্কেত করিয়া তাহারা আস্তে আস্তে ভীরুভাবে গৃহের এক কোণের দিকে চলিয়া গেল।

গৃহটী এরূপ অন্ধকার ময়, যে বাটীর সম্মুখ দ্বার না খুলিলে তন্মধ্যে কিছুমাত্র আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। এক্ষণে তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ উনান জ্বলিয়া উঠিল এবং তদুপরি বৃহদায়তন একখানি কটাহ দৃশ্যমান হইল। একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহাতে একখানি বৃহৎ ডালের হাতা নাড়িতেছিল এবং বক্ বক্ করিয়া বকিতেছিল। গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ ভগ্ন পদ টেবল সকল ভোজনার্থ সজ্জিত হইতেছিল।

আর একটী বৃদ্ধা খণ্ড খণ্ড করিয়া রুটী কাটিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাচিকা রমণী বলিল "ফ্রাগার্ড! বালিকাদ্বয় কি এখনো আসে নাই?"

তিনি বলিলেন "বক্রচিনি! আমি তাহা কি প্রকারে জানিব?"

কম্পিত পক্ষাঘাত রোগ মুক্ত এক যুবা বলিল "উহারা দুই ঘণ্টাকাল এখানে আছে, ওদের মত ভাল বালিকা কে আছে?" বালিকারা চুপ করিয়া থাকাতে এটী যে মিথ্যাকথা কেহ টের পাইল না।

"তবে তারা কেন এদিকে দেখা দেয় না? তারা আজ খাবার মত কি রোজকার করেছে?" দুই বুড়ী এককালে এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

বালিকাদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দুই বৃদ্ধা দুটী বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া কাপড় ঝাড়া দিয়া বলিল "তোদের হাতে যে কিছু নাই, জামার জেবেও কিছু নাই।"

বালিকাদ্বয় সাশ্রুনয়নে বলিল "বাস্তবিক, কিছুই নাই।"

দুই বুড়ী কর্কশবাক্যে বলিল "ভাল ভাল, আজিকার আহারের ভাগও বাঁচিয়া গেল। কাজও বন্দ, আহারও বন্দ।"

উপস্থিত বেদিয়াদিগের মধ্যে অনেকে বালিকাদিগের সপক্ষতা করিয়া বলিতেছিল এবং বৃদ্ধাদ্বয়ও ক্রোধে তর্জন গর্জন করিতেছিল, এমত সময়ে সকল গোলমাল থামাইয়া "চুপ্" এই কথাটী হঠাৎ ধ্বনিত হইল। যেমন এই শব্দ হইল, অমনি যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে সমস্ত কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে লোকটী "চুপ" এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সমুদয় গোলমাল থামাইয়া গৃহটী গভীর নিস্তব্ধ ভাবে পূর্ণ করিলেন, তিনি দেখিতে একটী বেশ বৃদ্ধ মনুষ্য, দীর্ঘ লম্বমান শ্বেতশ্মশ্রুতে তাঁহার বদন মণ্ডল শোভিত হইয়া দর্শকের মনে সহজে ভক্তি ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাঁহার জামার একটা হাতা হাতের বাহিরে ঝুলিয়া আছে এবং একখানি পা মুড়িয়া একটী কাস্ট দণ্ডের উপর সংস্থিত রহিয়াছে। যাহা হউক সেই নিস্তব্ধকারী বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ তাহার কাষ্ঠপদ একদিকে ফেলিয়া দিলেন, পরচুলা খুলিয়া রাখিলেন, হাতে জামা ঠিক্ করিয়া পরিলেন এবং এক টেবিল লইয়া বসিলেন। পরে টেবিলের উপর এক মুষ্টি প্রহারে সমস্ত গৃহটী শব্দায়মান করিয়া বলিলেন—"সব চুপ্। আমার খাবার আন এবং আমার কথা সকলে শোন্। আমরা হত হইলাম, আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।" তাঁহার এ ভণিতাটী বড় ভরসা জনক নয় এবং সকলে একমনে শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল।

তিনি পুনরায় বলিলেন "আমি এখনি বলিতেছি। আমার আহারটা আন, ইহা না জু[illegible]ইতে আমার বলা শেষ হইবে। 'অদ্য ১৬৩৫ অব্দের ৫ই মে আমাদে[illegible]শ্বর ত্রয়োদশ লুই মহাসভাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আদেশ যাইতেছে[illegible]দিয়া, ব্যবসায়ী হৃষ্ট পুষ্ট ভিক্ষুক, নাম কাটা সিপাই প্রভৃতি লক্ষ্মীছা[illegible]ক্ষাজীবী লোক যাহারা আপনাদের বিশেষ বৃত্তান্ত দিতে না পারিবে, [illegible]াদিগকে অবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে এবং বিনাবিচারে জাহাজের দাঁড় টানিতে পাঠাইবে।' এখন বাবাজীরা দেখিতে পাইতেছ, এই গুরুতর দলিল খানিতে মহারাজ আমাদিগেরই প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।"

তাঁহার শ্রোতাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তখনি পলাইবার জন্য হস্তের যষ্টি খুঁজিতে লাগিল এবং বলিল "এখন আর উপায় নাই, পাটা পুঁটলী লইয়া যতশীঘ্র পারা যায়, আমাদিগের দৌড় দেওয়া কর্ত্তব্য।"

দলপতির ন্যায় প্রতীয়মান ব্যক্তি আবার বলিলেন 'একটু থাম, এতদূর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রে প্রস্তুত অন্নগুলি গ্রাস কর। ভাই সকল! তোমরা বেশ জানিবে, যতক্ষণ আমরা আপনার কোটে আছি, আমাদিগের ভয় করিবার কোন কারণ নাই। পুলিসের পেয়াদা হউক, আর জজ কমিসনর হউন, কাহারো দুটা মাথা নাই যে দিন কি রাতের মধ্যে এখানে প্রবেশ করিতে ভরসা করে। আমি বেশ বলিতে পারি আমাদের ফাঁসী যাবার যেমন ইচ্ছা, অন্য ব্যক্তির এখানে আসিবারও তেমনি ইচ্ছা। যাহাহউক এই মাঠের মধ্যে আমাদের আবশ্যক সকল দ্রব্যত মিলিতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে বাহির হইতেই হইবে অতএব আমাদিগকে পারিস মহানগরী পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু যদি যাইতে হয়, বেদিয়ার মত কাজ করিয়া যাইতে হইবে, আপনাদের লাভ যতদূর এবং যারা আমাদিগকে ধৃত করিতে উদ্যত তাদের ক্ষতি যতদূর পারাযায় আগে করিতে হইবে। ইহার একটা উপায় বলিতেছি। বারবির নামে একটা লোক পর্চারন হোটেলে বাস করে। সে রাজকোষ রক্ষক এবং তাহাকে সকলে ত্রয়োদশ লুইর 'কণ্ট্রোলার অব ফাইনান্স' নামে ডাকিয়া থাকে। এখন বাবাজীরা! আমার মাথার ভিতর একটা মতলব ধড়্ফড়্ করছে আর সেটা যে মন্দ তাও তোমরা বলিতে পার না। [illegible] প্রিয় ভূপতির নিকট হইতে তাঁহার ধনাধ্যক্ষের হাত দিয়া কিছু টা[illegible] করিতে হইবে অর্থাৎ আর কিছু নয়, যাত্রাকালে আমাদের সঙ্গে ক[illegible] টাকার থলিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মা বক্রচিনী বলিলেন "বাবা! বেশ মতলব করে[illegible]

অনেকে এককালে বলিয়া উঠিল "হাঁ ঠিক্; জিয়ান বক্রচিনীর মতলব বড় পাকা হইয়াছে।"

তাহাদের মধ্যে কপিমুখ একটী বৃদ্ধ বসিয়াছিল, অন্যান্য সঙ্গীর গাঁটকাটা ব্যবসায়, কিন্তু বেদিয়াদিগকে আমোদিত করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। তিনি বলিলেন "আচ্ছা বাবাজী, মতলবত করেছ, এখন কিরূপে তা সিদ্ধ হইবে, কাজটী কেমন করিয়া করা যাইবে বল দেখি?"

জিয়ান মূহূর্ত্তেক চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি সে বিষয়ও ভাবিয়াছি।

হোটেলটী পারিস নগরের এক নির্জ্জন প্রদেশে সংস্থাপিত। আমাদিগের মধ্যে কেউ যোগী, ঋষি, মোহন্ত, বা তীর্থযাত্রী লোক সাজিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করা চাই। অতিথি বলিলেই হইবে, কেহ ফিরাইবে না। হোটেলের কোন না কোন স্থানে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এখন সে দুই প্রহর রাত্রে কোন প্রকারে হোটেলের দ্বার খুলিয়া যদি তাহার সঙ্গিগণকে অভ্যর্থনা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার চেয়ে বোকা আর পৃথিবীতে নাই। কেমন আমার মতলবটা বোধ হয় বড় মন্দ হয় নাই?"

চারিদিক্ হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল "মতলব বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যোগী ঋষি কে সাজিবে?"

জিয়ান বলিলেন "রও, আমি দেখিতেছি। পরে চারিদিকের সকলের মুখ এক এক করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, একটা বড় গোল দেখিতেছি, তোমরা সকলেই দেখিতে দুষমন চেহারা, পাপের অবতার, যোগী ঋষির বেশ ধরিতে পারে এমন কেহ দেখি না। এমন একটা লোক চাই, বয়স অল্প, শান্ত নিরীহ মানুষের বেশ ধরিতে পারে, মন গলানে কথা কহিতে পারে, অর্থাৎ একটী ভালমানুষের মত লোক আমি চাই, তা এর মধ্যে একজনও দেখি না। মা ফ্র্যাগার্ড বলিলেন "আলিস্ ভিন্ন আর কারুকে আমিত ভাল মানুষ দেখি না।" চারিদিক হইতে "হাঁ ঠিক্ হয়েছে।" আলিস্ আলিস্ আলিস্ বলিয়া ডাক পড়িয়া গেল।

দলপতি দৃঢ়স্বরে বলিলেন "আচ্ছা আলিসই হউক।" বালিকাটী এক কোণে খড়ের উপর বসিয়াছিল, ম্লান ও কম্পিত শরীরে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া জিয়ান বলিলেন "যেমন চাই, এ তেমনি বটে। দেখিতে সুশীল, দুঃখিনী কিন্তু ভাল মানুষ, বেশ ভদ্র লোকের ন্যায় শ্রীছাঁদও আছে, ইহাকে দেখিয়া বনিদী বড় মানুষের মেয়ে দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াছে বলিয়া লোকে ঠাওরাইতে পারে। আবার স্বরটাও কোমল ও ভীরু গোচের এবং সময় মতে চখের জলও টস্ টস্ করিয়া পড়ে। এর বয়স, হা! বারো বৎসরের মেয়েকে কে সন্দেহ করিতে পারে? সব ঠিক্ হইল, আলিস্ ভিক্ষুকের বেশ ধরিয়া বিলক্ষণ কাজ গুছাইতে পারিবে।"

বালিকাটীর চক্ষু বড় বড় পক্ষ্মে ঢাকা ছিল, এখন সে একবার দুইটী বিশাল অক্ষি বিস্তার করিয়া জিয়ানের প্রতি চাহিয়া বলিল "কি কাজ?"

মা বক্রচিনী বিশ্রী ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "আরে ছুঁড়ীটা দিন দিন যে ন্যাকার শেষ হইয়া যাইতেছে।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "মা! আপনি বালিকাটীকে এমন কর্কশ বাক্যে ভৎর্সনা করিবেন না।" পরে তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন "আলিস্ আমার কথা শুন। তোমার পোসাক বেশ আছে, আর কিছুই করিতে হইবে না। কিন্তু তোমার হাতটা কিছু বেশী পরিষ্কার। সকল বস্তু ছোঁবার জন্যে হাত তৈয়ার হইয়াছে, কিন্তু তুমি হাত ময়লা করিতে চাওনা এ পাগলামী কেন, আমি বুঝিতে পারি না। যা হ'উক আমার প্রতি তোমার এই অনুগ্রহটী করিতে হইবে, এখন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাত ধুইও না, আর সকল বিষয়ে তোমার যা আছে ঠিক্ আছে। কিন্তু এখন আমার কথাটা একটু মনোযোগ দিয়া শোন। আজি সন্ধ্যার সময় একটু একটু অন্ধকার যেমন হইবে তোমাকে পোরচারন্ হোটেলের ফটকের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং তৎপরে—"

মা বক্রচিনী বলিলেন "জিয়ান! ওকে কোন কঠিন কাজের ভার দিও না। আলিস্ জন্ম বোকা। দেখ এতবড় হইল, কিন্তু এজন্মে একখানা হাত রুমালও চুরি করিতে শিখিল না। আমি বেশ বলিতে পারি শিখাইবার বা সুযোগ পাইবার কোন অভাবে যে এরূপ হইয়াছে তাহা কখনই নহে।"

জিয়ান বলিল "তুমি যা বলিতেছ ঠিক্ বটে, কিন্তু যে উপায় বলিব তা ছুবছরের মেয়েও অক্লেশে করিতে পারে। আলিস! আমার কথা শুন, তোমার ঐ মলিন মুখটী বেশ কাজে দেখিবে। তুমি হোটেলের দ্বারে মৃত ব্যক্তির মত চুপ করিয়া থাকিবে, তুমি যাহাতে বাড়ীর ভিতর যাইতে পার সে ভার আমার। কিন্তু একবার ভিতরে যাইলে—

আলিস্ বলিল "আচ্ছা, একবার ভিতরে যাইলে আমাকে কি করিতে হইবে?"

"তোমাকে সদর দরজার চাবিটা কোথায় খুঁজিয়া লইতে হইবে। তার

পর আমাদের তরে দরজাটা খুলিয়া দিবে। তোমাকে কেবল এই কাজটী করিতে হইবে।"

বালিকাটীর কপাল দেশ পর্য্যন্ত জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়তা সহকারে বলিল, "আমি এমন কর্ম্ম কখনই করিব না।"

দলপতি বলিলেন "কি তুমি মড়ার মত চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না?"

আলিসের মনে একটা কিছু নূতন ভাব আসিল। সে বলিল "তা আমি পারি।"

মা ফ্র্যাগার্ড বলিলেন "কিন্তু একবার ভিতরে গেলে দরজা খুলিতে পারিবে কি না?"

"না! তা আমি কখনই পারিব না।"

মা ফ্র্যাগার্ড দুঃখিনী বালিকাকে একটি মুষ্টি প্রহার করিবার জন্য হাত ছুড়িলেন, কিন্তু জিয়ান তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আলিস্ কিন্তু কিছু মাত্র ভীত হইল না, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই খানেই রহিল।

অধ্যক্ষ বলিলেন "আলিস্! তুমি আমাদিগকে ভাল বাস না, যেহেতু আমাদের একটা উপকার করিতে সম্মত হইতেছ না।"

আলিস আরো উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল "কেন আমি তোমাদিগকে ভাল বাসিব? তোমাদের সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ? আমার কি এখানে মা আছে? সমুদায় পৃথিবীতে আমার জন বলিবার কি কেহ আছে? কেহ আমাকে পিতামাতার ক্রোড় হইতে চুরি করিয়া আনিল অথবা কুড়াইয়া পাইল? আমি এ সকলের কিছুই জানি না, কিন্তু আমি জানি তোমরা ভয়ানক ব্যবসায়ী, তোমরা চোর, বঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও লুণ্ঠনকারী, তোমরা দিনের মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ, তিনি নিশ্চয়ই পরে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন।"

একদল ভয়ঙ্কর দস্যুর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বালিকা এরূপ দুঃসাহসী হইয়া তাহাদিগের যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল, ইহাতে এককালে চারিদিক হইতে শাপ, গালি, শাসানি, মার কাট্ বাক্য অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতে লাগিল। দুঃখিনী আলিস্ মনে করিল তাহার প্রাণ এখনি বিনষ্ট হইবে।

তখন সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং কোমল পদ্ম কলির ন্যায় সুকুমার হস্তদ্বয় মাথার উপরে তুলিয়া বলিতে লাগিল "তোমরা যদি আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছ, দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র একবারে মারিয়া ফেল।" এই সময়ে বালিকা দেখিল কে একজন স্নেহ ভাবে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তখন সে অস্ফুট স্বরে বলিল "সারা! সরিয়া যাও, উহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক। উহাদিগের সঙ্গে থাকা অপেক্ষা মরণ আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

কিন্তু বোধ হইল, দস্যু দলপতি তাহাকে কেমন স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। নির্দ্দোষিতা এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাবের একটী আশ্চর্য্য অলক্ষিত আকর্ষণ শক্তি আছে তাহাতে পাষাণ হৃদয়কেও মুগ্ধ করে। গম্ভীর নিনাদে সকলকে নিস্তব্ধ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আলিস্ তুমি ঈশ্বরের কথা কিরূপে বলিতে শিখিলে! কে তোমাকে তাঁহার বিষয় বলিয়াছে? তাঁকে ভয় করিতে কে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে?"

"একজন ধার্ম্মিক পুরোহিত আমাকে অনেক বার ভিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আমাকে শিখাইয়াছেন। ঈশ্বরের ন্যায়পরতা ও দয়ার বিষয়ে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়া তিনি উপদেশ দেন।"

বক্রচিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "নিঃসন্দেহ তুমি তবে তাকে এই দলের গুপ্ত কথা সকল বলিয়াছ। বোধ হয় এই জন্যেই আমাদের সন্ধানে লোক বাহির হইয়াছে।"

আলিস্ নম্র ভাবে বলিল "আমি তাঁকে আমার কথা ও আমার দুঃখের কথা ভিন্ন আর কিছুই বলি নাই।"

মা ফ্রুগার্ড বলিলেন "তার নিশ্চয় আমরা কেমন করিয়া জানিব?"

বালিকা সরল ভাবে উত্তর করিল "আজি এক বৎসর তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশুনা, আর তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মমন্দিরে আসেন তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

মা বক্রচিনী কথা থামাইয়া বলিলেন "এমন নির্বোধ জানোয়ার কি তোমরা কোন কালে দেখিয়াছ?"

অধ্যক্ষ বলিলেন "ও বালিকা নির্বোধই বটে। যা হউক, ইহার সহিত

তাহার পরিচয় একবৎসর হইয়াছে, এ তাহাকে আমাদের কথা বলিলে অনেক দিন অগ্রে আমাদিগকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইত, অতএব উহার কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু আলিস্! হাঁ কি না এক কথা বল। তুমি পোরচারন্ হোটেলে যাবে কি না যাবে?"

আলিস্ উত্তর দিতে না দিতে সারা বলিল "তোমরা কেন এত কাকুতি মিনতি করিতেছ। তোমরা একজন ধূর্ত্ত চালাক বালিকা চাও, যে বেশ ছলনা করিতে পারে। আমি তায় বেশ পটু, এক ঘর পণ্ডিতকে ঠকাইতে পারি। আমাকে পোরচারন্ হোটেলে পাঠাইয়া দেও, দেখিবে দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে তোমাদের তরে সমুদয় দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।"

অধ্যক্ষ বলিল "ঠিক্ ঠিক্।"

আলিস্ অস্পষ্ট স্বরে বলিল "সারা! তুমি এত দুরাত্মা কখনই হইবে না।"

সারা সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলে "চুপ কর, এ একটা বড় দাঁও, আমরা একবারে বড় মানুষ হইব।"

জিয়ান বলিল "সব ঠিক্ হইয়াছে। আমি সারাকেই মনোনীত করিলাম।"

হঠাৎ আলিসের মনে কি ভাবের উদয় হইল, সে বলিল "না না, সারাকে নয়, আমাকে পাঠাইয়া দেও।"

মা বক্রুচিনী বলিলেন "বালকেরা কি চমৎকার জীব। তারা সব সমান। তোমরা তাদের একটী কাজ করিতে বল, তারা কখন করিবে না। নিবারণ কর দেখি, তারা সকলেই তাহা করিতে আগে ছুটিয়া যাইবে।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "আমি আলিস্কে অধিক মনোনীত করি। সে সারার চেয়ে দেখিতে ভাল মানুষ"।

মা ফ্যাগার্ড বলিলেন "দুজনেই যখন যাইতে উৎসুক, দুজনেই যাইলে কি হয় না?

আলিস্ কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। সারা আহ্লাদে করতালি দিয়া বলিল "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হউক।"

রসায়ন বিদ্যা।

আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমুদায় পদার্থ অবলোকন করি, ইহারা প্রত্যেকে দুই কি ততোধিক মূল পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। যে বিদ্যা দ্বারা কোন্ পদার্থ কি, কি কি মূল পদার্থ সংযোগে উহা প্রস্তুত হয় জানা যায় তাহাকে রসায়ন বিদ্যা বলে।* রসায়ন বিদ্যা পাঠে সমধিক আমোদ ও জ্ঞান লাভ করা যায়। আমরা সকলে বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি। বায়ুকে আমরা বায়ু বলিয়াই লই। কিন্তু যদি জানিতে পাই এই বায়ু অমুক অমুক পদার্থের অমুক অমুক ভাগ একত্র মিলিত হইলে উৎপন্ন হয়; সেই সেই ভাগে মিলিত না হইলে আমরা নিঃশ্বাস বদ্ধ হইয়া মরিয়া যাই; বিশ্বনিয়ন্তা কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে উহার মূল পদার্থদ্বয়কে অমিশ্রিত অথচ মিলিত করিয়াছেন; প্রাণিগণের প্রতি কেমন অতুল করুণাপূর্ণ নিয়মে এমন ভাগে রক্ষা করিতেছেন, যাহাতে তাহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে, তাহাহইলে আমাদিগের জ্ঞান অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্বপতির অসীম করুণা বুঝিতে পারিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আরো কৃতজ্ঞ হই। বস্তুতঃ যখন জানিতে পাই, এই প্রকাণ্ড জগৎ অতি অল্প সংখ্যক মূল পদার্থের পরস্পর বিভিন্ন বিভিন্ন ভাগানুযায়ী সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমরা এককালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়ি। আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে কে কোন্ দিন মনে করিতে পারিয়াছেন যে, আমরা যে বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করি, যে জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করি, শরীর সুশীতল করি, ইচ্ছা করিলে আমরা উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বিভাজিত করিতে পারি এবং দেখিতে পারি কেমন পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের পদার্থ একত্র মিলিত হইয়া একটি নূতন আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। উহাদের মূলাবস্থায় না উহাদিগকে দেখিতে পাইতাম, স্পর্শে বুঝিতে পারিতাম, না উহাদের

* এই জন্য রসায়ন শাস্ত্রকে 'কেমিষ্ট্রী' শব্দের অনুরূপ 'কিমিতি' নাম কেহ কেহ দিতেছেন। 'কিং ইতি এই দুই শব্দে কিমিতি উৎপন্ন। এই পদার্থ কি যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাকে কিমিতি বলে। আমরা বোধ সৌকর্য্যার্থ প্রচলিত রসায়ন বিদ্যা নামই অর্পণ করিলাম।

স্বাদ বা শীতলত্ব অনুভব করিতে পারিতাম; কিন্তু যখনি উহারা স্ব স্ব ভাগানুসারে মিলিত হইল, তখনি উহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইল। কে ইহা জানিয়া আনন্দিত না হয় যে আমরা উহাদিগকে একবার বিভাজিত করিয়া আবার সংযোগদ্বারা পূর্ব্ববৎ জল বায়ুরূপে পরিণত করিতে পারি? রসায়ন বিদ্যা সুকঠিন সত্য, কিন্তু আমরা এই বিদ্যার মূল বিষয় পাঠিকাগণকে অতি সহজে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা পাইব। আমাদিগের বিশ্বাস যে বিষয় যত কঠিন হউক না এবং পাঠিকাগণের বিদ্যা বুদ্ধি যত অল্প হউক না, বুঝাইতে পারিলে সকলি সহজে বুঝা যায়। যদি আমরা একার্য্যে কৃতকার্য্য না হই, আমরা নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করিব, পাঠিকা গণের বুঝিবার অসামর্থ্য কখনই বলিব না।

জল বায়ু প্রভৃতির মূল পদার্থ যেরূপ রসায়ন বিদ্যা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, রক্ত মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতিবিশিষ্ট শরীরের প্রত্যেকাংশ কি কি পদার্থে সংগঠিত, আহারীয় সামগ্রী সংযোগে উহা কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয় ইহাও রসায়ন বিদ্যা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং রসায়ন বিদ্যা সহজে বুঝিবার জন্যে উহা দুই বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শারীর * এবং অশারীর এই দুই নামে ঐ দুই বিভাগকে বলা যাইতে পারে। শারীর রসায়ন শাস্ত্র ও অশারীর রসায়ন শাস্ত্র এই দুয়ের মধ্যে আমরা অশারীর রসায়ন শাস্ত্রের বিষয় অগ্রে উল্লেখ করিব।

প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই দুই বিভাগের মধ্যে বিভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে আমরা স্থূলতঃ দুই প্রকারের পদার্থ অবলোকন করি। কতক গুলি পদার্থ যে অবস্থায় পূর্ব্বে ছিল, এখনও সেই অবস্থায় আছে; তাহাদিগের না জীবন আছে, না তাহাদিগের বৃদ্ধি আছে। আর কতকগুলি পদার্থ উহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর। তাহাদের জীবন আছে এবং বৃদ্ধি আছে।

* ত্বক্ এবং সপ্তকলাবিশিষ্ট দেহকে শরীর বলা যাইতে পারে। মাংস অস্থি মেদ শুক্র শোণিত প্রভৃতির আধারকে বৈদ্যক শাস্ত্রে কলা বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ হস্ত পদ জিহ্বা নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি সমুদায় অঙ্গের সমষ্টিকে স্থূলতঃ শরীর বলা যায়।

এই শ্রেণীর মধ্যে আমরা মনুষ্য গো বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণ ও বৃদ্ধিশীল পদার্থকে ভুক্ত করিতে পারি। এই সকলের শুদ্ধ শরীর আছে তাহা নহে, ইহাদিগের শরীরের ক্রিয়াও আছে। বৃক্ষশরীর লতাশরীর এ প্রকার বলা ব্যবহার আছে, কিন্তু কেহ রূপক ভিন্ন লৌহশরীর, স্বর্ণশরীর, জলশরীর এরূপ কথা ব্যবহার করে না। বাস্তব যেসকল পদার্থের প্রাণ আছে, বৃদ্ধি আছে, শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়া আছে, তাহাদিগেরই প্রতি শরীর শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমাদিগের এবং গো পক্ষী আদি জীব সকলের চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ শোণিত মাংস প্রভৃতি আছে। আমরা চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লই, ফুস্ফুস দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি, পক্বাশয় পাচিত অন্নকে মাংস শোণিতে পরিণত করে। সুতরাং আমাদিগের শারীরিক ক্রিয়া আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু সংশয় হইতে পারে বৃক্ষ লতা সকলেরও কি এইরূপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃ উদ্ভিজ্জগণেরও ঈদৃশ অনেক ক্রিয়া আছে। তাহারা পত্র দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, মূল দ্বারা একস্থানে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকে এবং স্বীয় শরীর পোষক রস পৃথিবী হইতে আকর্ষণ করিয়া লয়। এমন কি একই ভূমি হইতে বিভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিজ্জ সকল বিভিন্ন জাতীয় পোষণ সামগ্রী সকল শরীরস্থ করে। এস্থলে বৃক্ষের পোষণ সামগ্রী স্বয়ং নির্ব্বাচন করিবার সামর্থ্য আছে আমরা বলি না বরং আমরা বিশ্বনিয়ন্তার সাক্ষাৎ হস্ত উহাতে অবলোকন করি, কিন্তু বৃক্ষের মধ্যে জীবনী শক্তি অবস্থান করিতেছে, এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়। শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত হইয়াই পরিশেষ হইল এমন নহে, এই গৃহীত পোষণ সামগ্রী আবার বৃক্ষশরীরস্থ যন্ত্র মধ্যে পরিচালিত হইয়া কতক অংশ উহার শরীরের অংশ হইয়া যায়, অপ্রয়োজনীয় কতক অংশ আবার নির্যাস রূপে শরীর হইতে বহির্নিঃসৃত হয়। আমাদিগের শরীরের শোণিতসঞ্চলনের ন্যায় রস সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিভ্রমণ করে। বস্তুতঃ বৃক্ষের ত্বক, স্থলী, বীজ প্রভৃতি আছে, সুতরাং ইহাদিগের মূলস্কন্ধাদি সমুদায় লইয়া আমরা

ইহাদিগকে শরীর বলিতে পারি। অতএব মনুষ্য হইতে উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত প্রাণ ও বৃদ্ধিশীল শরীরী পদার্থের বিষয় লইয়া রসায়ন বিদ্যার যে এক বিভাগ তাহাকে আমরা শারীর রসায়ন শাস্ত্র বলিতে পারি।

আমাদিগের আর একটি বিষয় দেখিতে হইবে, এই সকল শরীরী পদার্থের আবার মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্য গো পক্ষী মৎস্য বৃক্ষ লতা সকলেরই মৃত্যু আছে। যখন মৃত্যু হয় তখন জীব সকল দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারে না; বৃক্ষের মূল সকল আর রসাকর্ষণ করে না। এই মৃত মনুষ্য, মৃত গো, মৃত পক্ষী, মৃত মৎস্য, মৃত বৃক্ষ, মৃত লতার শারীরিক কার্য্য স্থগিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের সেই শরীর এখনও অবস্থান করিতেছে, তাহাদের ক্রিয়ার যন্ত্র সকলও রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং মৃত শরীরের অংশ যদি ধূলি মিশ্রিত হইয়া যায়, বৃক্ষ সকল পচিয়া যায় তয়, তবু তাহারা শারীর পদার্থ। এইজন্য শুষ্ক খড়, গলিত পত্র, গোময় প্রভৃতি শারীর পদার্থ। মাংস গোম প্রভৃতি যাহা আমরা আহারের জন্য ব্যবহার করি তাহাও শারীর পদার্থ; কেন না যে সকল শরীরী এক সময়ে প্রাণ বিশিষ্ট ছিল, বর্দ্ধিত হইত, এ সকল তাহাদিগেরই শরীরাংশ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, যাহা জীবিত বা বৃদ্ধিশীল, অথচ যাহা এক সময়ে জীবিত বা বৃদ্ধিশীল ছিল, তাহা শারীর পদার্থ এবং রসায়ন বিদ্যার যে ভাগ এই শারীর পদার্থের বিষয় শিক্ষা দেয় তাহাকে শারীর রসায়ন শাস্ত্র কহে।

শারীর রসায়ন বিভাগের কথা যাহা বলা হইল তাহা দ্বারাই অশারীর রসায়ন বিভাগের বিষয়ও আমরা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হইতেছি। যাহা জীবিত বা বৃদ্ধিশীল নহে, শরীরিগণের ন্যায় যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা পাক যন্ত্র নিঃশ্বাস যন্ত্র, প্রভৃতি কিছু নাই, তাহা অশরীরী। একটী লৌহ পিণ্ড, এক গ্লাস জল, এক খানি কাঁচ, ইহারা না জীবিত না বৃদ্ধিশীল, না ইহাদিগের চক্ষু কর্ণ নাসিকা চর্ম্ম স্থলী প্রভৃতি কোন প্রকার শারীরিক যন্ত্র আছে। এক খণ্ড রোটিকা, এক টুকরা মাংস, গলিত পত্র, শুষ্ক খড়, অস্থি, গোময় এক সময়ে শরীরের অংশ ছিল বলিয়া

শারীর পদার্থ হইল। কিন্তু লৌহ জল কাচ প্রভৃতি কোন দিন শরীরী নহে বা শরীরের অংশ ছিল না, এজন্য ইহাদিগকে অশরীরী পদার্থ বলে।

আমরা এবার রসায়ন বিদ্যার ভাগ দ্বয় যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিলাম। ভবিষ্যতে প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা প্রথমতঃ অশারীর রসায়ন শাস্ত্র হইতে আমাদিগের প্রস্তাব আরম্ভ করিব।

ভাষা বিজ্ঞান।

অলঙ্কার।

কাব্য।

দোষ গুণ অলঙ্কার প্রভৃতি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কাব্য কাহাকে বলে, কাব্য রচনার উদ্দেশ্য কি ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যের লক্ষণ লইয়া অনেক বাদ বিতণ্ডা করিয়াছেন এস্থলে আমাদিগের সে সকল সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে কাব্যের প্রকৃত লক্ষণ প্রদর্শন জন্য আমরা দু একটি অপূর্ণ লক্ষণের বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে পারি।

কেহ বলেন, যে রচনা দোষ শূন্য, গুণযুক্ত এবং যথা সম্ভব অলঙ্কারে বিভূষিত তাহাকে কাব্য বলা যায়। এ লক্ষণে অনেক গুলি কাব্যকে আমরা কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ রচনা সর্ব্বথা দোষশূন্য বা গুণালঙ্কারে বিভূষিত হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। তবে যদি এই বলা যায়, অত্যল্প দোষ থাকিলে বা কথঞ্চিৎ কোন স্থানে গুণের অল্প মাত্র ব্যাঘাত জন্মিলে তাহার কাব্যত্ব নষ্ট হয় না, তবে আর এটী লক্ষণ থাকিল না। কাব্য উৎকৃষ্ট হয়, সকলের হৃদয়গ্রাহী হয়, এ জন্য কাব্যে সাধারণের উদ্বেগকর দোষ সকলকে নিশ্চয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, শোকবর্ণন করিবার সময় বীর রসোচিত পদ সমূহে বাক্য রচনা করিলে তাহা কাহার নিকট কাব্য বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে না। এরূপ হইলেও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণকে প্রশস্ত লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ

করিতে পারি না। এইমাত্র বলিতে পারি, এটি কাব্য সকলকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত করিবার উপায় নির্দ্দেশ মাত্র।

কেহ কেহ অলৌকিক আনন্দজনক বাক্যকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এইটিকে বর্ত্তমানে সকলে বিশুদ্ধ লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু দেখিতে হইবে এই অলৌকিক আনন্দ কি কারণে আমারদিগের মনে সমুৎপন্ন হয়? কবি রচনাকৌশল প্রদর্শন করিয়া ভাবহীন রচনার দ্বারাও কখন কখন আমাদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্ত অনুরঞ্জিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা সেই রচনাকে প্রকৃত কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। রচনা যদি হৃদয়ের গভীর ভাব সকলকে উদ্দীপিত না করে, তবে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস বা পদবিন্যাসের কৌশল কখন আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। পদ্মবন্ধ খড়্গাবন্ধ প্রভৃতি রচনাকৌশল এক জন বালককে চমৎকৃত করিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত স্বাদগ্রাহিতা শক্তি অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহারা তাহাকে বিমোহিত হন না।

অলৌকিক আনন্দ অর্পণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আনন্দ কি প্রকারে এক জনের হৃদয়ে সমুদ্রিক্ত হইতে পারে। ইহা নিশ্চয়, কবি যে ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া রচনাতে তাহা প্রকাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, উহা পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিতে না পারিলে তিনি কখন কাব্য রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ব্যর্থ কৌশল জাল বিস্তার করা কাব্যের উদ্দেশ্য নহে। কবির রচনায় ঈদৃশ নীচ লক্ষ্য কখন হইতে পারে না। আমরা এই জন্য সাহিত্য দর্পণে কাব্যের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তৎ সহকারে মতে সম্মিলিত হইয়া কাব্যের লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে 'অনুরূপ ভাবোদ্দীপক চমৎকার পদনিবন্ধনকে কাব্য বলা যায়।' এই লক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ উপেক্ষিত হইল, সকলি আমরা এক স্থানে লাভ করিতেছি। কারণ কাহার হৃদয়ে কবির হৃদয়ের অনুরূপ ভাব উদ্দীপন করিতে হইলে, তাঁহাকে স্বয়ং সেই ভাবে উদ্দীপ্ত হইতে হয়। এই উদ্দীপ্ত ভাব স্বভাবতঃ নিজের অনুরূপ কথা সকল আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। যাহার হৃদয় প্রকৃত পক্ষে করুণ রসে

আর্দ্র হইয়াছে, সে তাহার সেই করুণা প্রকাশ করিতে কখন রৌদ্র রসোচিত বাক্যে নিজের ভাব প্রকটিত করে না। যখন হৃদয় যথার্থ তাদৃশ ভাবে উচ্ছলিত হয়, তখন তাহার ভাষা নীরস, শুষ্ক, বা চমৎকারিত্ব বিহীন থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ কোন একটি বিষয় প্রকাশ করিতে লোকে যেরূপ প্রণালীতে কথা বলিয়া থাকে, উদ্দীপ্ত হৃদয় হইলে সে নীরস প্রণালী আর অবস্থান করে না। ইহাতে শব্দ বিন্যাস প্রণালী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজেও শোকে অভিভূত হইয়াছে সে আর কখন মৃত ব্যক্তির পিতাকে এরূপে সংবাদ দিতে পারে না 'তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।' এই জন্যই আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, শোকী ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা কোন সময়ে মৃতের গুণ প্রকাশক কতক গুলি বিশেষণ সম্বলিত ভিন্ন, শুষ্ক সংবাদটি মাত্র লাভ করি না। যথা "আর কি দেখ তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমার নয়নের মণি, তোমার বৃদ্ধকালের যষ্টি, তোমার মাণিক তোমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে" ইত্যাদি অনেক সময়ে আমরা এরূপ হইতে দেখিয়াছি, পরিবার মধ্যে নিশ্চয় কাহার মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা নির্দ্ধারণ করিতে উপস্থিত ব্যক্তির অনেক সময় গিয়াছে। বস্তুতঃ শোকী ব্যক্তি শ্রোতার হৃদয়ে অনুরূপ শোক উদ্দীপন না করিয়া কখন প্রকৃত সংবাদ অর্পণ করে না। এই সংবাদ আবার অনেক স্থলে ভাবদ্বারাই বুঝিয়া লইতে হয়। শোকী তখন অলঙ্কারের নিয়ম অনুস[illegible] করিয়া তদ্রূপ করিতেছে তাহা নহে; উদ্বেলিত ভাব সমূহ স্বভা[illegible] তাহার নিজ ভাষা অবলম্বন করিয়া বিনিঃসৃত হইতেছে এই মাত্র।

শোকাদি ভাব যখন স্বভাবতঃ অনুরূপ ভাষা লইয়া বিনিঃসৃত হয়, তখন যে উহা গুণবৎ হইবে সন্দেহ কি? এ স্থলে মাধুর্য্য গুণ স্থলে ওজো গুণ, ওজোগুণের স্থলে মাধুর্য্যগুণবাচক শব্দ সকল আসিয়া পড়া অসম্ভব। হৃদয়ে ভাব যত উজ্জ্বলরূপে উদ্দীপ্ত হইবে, ভাষাও তত প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট হইবে। আমরা অনেক কাব্যে যেখানে শোক বর্ণিত হইতেছে, সেখানে শোক সময়ে যে সকল অলঙ্কার স্বভাবতঃ আসিতে পারে না, শুদ্ধ চিন্তার ফল, এমন অলঙ্কার পদে পদে ব্যবহৃত হইতে দেখি। ইহাতে

পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে অনুরূপ শোক উদ্দীপিত না হইয়া শোকের বিষয় হইতে মন কবির দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রচনা শোকোদ্দীপক না হইয়া কবির কবিত্ব প্রকাশক মাত্র হয় এবং তিনি যে উদ্দেশে রচনা নিবদ্ধ করেন, সেই উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। যদি তিনি রচনা সম্বন্ধে স্বভাবের অনুসরণ করিতেন, কথান্তরে বলিতে গেলে স্বয়ং বাস্তব সেই ভাবে উদ্দীপ্ত-হৃদয় হইয়া শুদ্ধ হৃদগত ভাব বাক্যে প্রকাশ করিতেন, তাঁহার রচনা যথা সম্ভব অলঙ্কারে পূর্ণ হইত এবং তিনি অনায়াসে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়কে আত্ম হৃদয়ানুসারী করিতে সমর্থ হইতেন। সুনিপুণ কবি স্বভাবকে অনুসরণ করিলে রচনা অনেক পরিমাণে নির্দ্দোষ হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণে 'দোষ শূন্য, গুণবৎ, যথাসম্ভব অলঙ্কার যুক্ত' এবং 'অলৌকিক আনন্দ জনক বাক্য' কাব্য, এই দুই লক্ষণই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ভাবশূন্য রচনা কৌশলকে আমরা কাব্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিলাম বলিয়া অনেকে আমাদিগের উপরে দোষারোপ করিতে পারেন, সে দোষ আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি। ঈদৃশ পদবন্ধনকে আমরা বাল্যোচিত ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। সংস্কৃতের অনেক মহাকাব্যে আমরা এরূপ অনেক রচনা দর্শন করি, সে সকল চমৎকারজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা যদি অন্যান্য সকল ভাবোদ্দীপক বাক্যের সহিত একত্র না থাকিত, আমরা কবিকে শুদ্ধ তাহারই জন্য উচ্চতর প্রশংসা অর্পণ করিতাম না; বরং আক্ষেপ করিতাম, যিনি রচনার এরূপ কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন, যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতেন তিনি যথার্থই মনুষ্যজাতির চিরস্থায়ী প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন।

আমরা কাব্যের লক্ষণ কি নির্দ্দেশ করিলাম, এখন উহার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে:—

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥'

'যশ, ধন, আচার পরিজ্ঞান, অনর্থ নিবারণ, সদ্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, সরলতা সম্পাদন দ্বারা উন্মুখ করিয়া অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করতঃ সৎ-

পথে প্রবর্ত্তন এই সকলের জন্য কাব্য বিরচিত হইয়া থাকে।' আমরা শেষোক্ত উদ্দেশ্যকেই কাব্যের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। অনেকে চিত্তরঞ্জন কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করেন, আমরা উহা মনে করিতে পারি না। কবির রচনার উদ্দেশ্য ঈদৃশ নীচ হওয়া কখনই সমুচিত নহে। সংসারের অন্যান্য ভোগ সামগ্রী যেরূপ চিত্তের তুষ্টি সাধন করে, কবির কবিতাও যদি তদ্রূপ হইল, তবে আর উহার বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা এবং উচ্চতা কোথায় রহিল? অন্যান্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ইহাই বলা যাইতে পারে। অনর্থ নিবৃত্তি জন্য স্তোত্রাদি নিবন্ধন শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবেকাদি উদ্দীপন করে, সুতরাং উহাকে সৎকাব্য বলা যায়, কিন্তু উহাতে কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণের অভাব আছে। কাব্য শাস্ত্রের সৎপথে প্রবর্ত্তন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। উহা ঐতিহাসিক বিবিধ চরিত্র একত্র সরসভাবে গ্রথিত করিয়া শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়কে অপহরণ করে, এবং গূঢ় ভাবে বর্ণিত উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জন্মাইয়া দিয়া তাঁহাকে সৎপথে প্রবৃত্ত করে এবং অসচ্চরিত্রের দোষকীর্ত্তন দ্বারা অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করে। যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ কোন কার্য্যকর হইল না, সেখানে কবি কৌশলে প্রবেশ করিয়া তৎকার্য্য সাধন করিলেন। এইখানেই কবির মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। কবি সর্ব্বথা এই ভাবে পরিচালিত না হইয়া যদি অন্যতর উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখেন, তিনি তাঁহার স্বীয় শক্তিকে অবমানিত করিয়া, যথার্থতঃ লোকের নিকটে নিন্দনীয় হন।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থ ব্রুক ভারতবর্ষে আসিয়া কয়েক দিন মাত্র কলিকাতায় ছিলেন. পরে সিমলা পাহাড়ে গ্রীষ্মকাল যাপন করেন। এক্ষণে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কিছুদিন হইল লাহোরে তাঁহার এক দরবার হয়, তাহাতে বহু সংখ্যক রাজা নবাব সর্দ্দার একত্র হইয়া তাঁহার সম্মাননা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাই নগরে গিয়াছেন এবং সেখানে একটা বড় রকমের রাজ দরবার হইয়া গিয়াছে। ডিউক আগমনে কলিকাতায় যেমন, গবর্ণর জেনারেলের গমনে বোম্বাইতে তেমনি ঘোরঘটা পড়িয়া গিয়াছে। যত

দেশের রাজা একত্র হইয়াছেন, লোকে লোকারণ্য, স্থানাভাব, সামান্য গৃহ গুলার হাজার দুই হাজার টাকা ভাড়া হইয়াছে। লার্ড সাহেব আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

২। ভূপালের বেগমের সৎকীর্ত্তির কথা আমাদের পাঠিকাগণ শুনিয়াছেন। তিনি দরবার উপলক্ষে সম্প্রতি বোম্বাই নগরে গিয়াছিলেন। গত ১৬ই নবেম্বর গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (ভারত নক্ষত্র) নামক এক মহা সম্মান সূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। বেগম বস্ত্র মণ্ডপে আবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। সমারোহ স্থলে দুই সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিল।

৩। বঙ্গমাতার মুখোজ্জলকারিণী মহারাণী স্বর্ণময়ীর বদান্যতা স্রোত অদ্যাপি অবরুদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় একটী নূতন হসপিটাল বাটী নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে ৮০০০ টাকা এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ ৮০০০ আট হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি এই রমণী রত্নকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া ভারতে ইহার আরও সৎকীর্ত্তি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ করুন।

৪। আমেরিকার একটী যুবতীর বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত এমত সময়ে সাংঘাতিক জ্বর বিকার হইয়া কয়েক দিনে সম্পূর্ণ নাড়ী ত্যাগ হয়। পরিজনেরা তাহাতে জীবনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া মৃত বলিয়া পরিত্যাগ করে, এবং পরে কবর দিবার উদ্যোগ করে। এক ব্যক্তি মৃত দেহের মাপ লইতে যেমন যাইবে, অমনি সে উঠিয়া বসে। পরে চিকিৎসা দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এদেশে সেরূপ কাণ্ড দেখিলে ডানা পাইয়াছে বলিয়া রোগীকে মারিয়া ফেলা হইত।

বামাগণের রচনা।

জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা।

অজ্ঞান আছি হে প্রভু দেহ জ্ঞান দান।
দয়া করে অধীনীরে কর পরিত্রাণ॥
বিকল বধির প্রায় আছি সর্ব্বক্ষণ।
পাপ দিকে মতি মম করয় গমন॥
কি যে ভাল মন্দ হয় কিছু নাহি জ্ঞান।
জ্ঞান হীন আছি আমি অন্ধের সমান॥
অজ্ঞান সলিল মাঝে দিতেছি সাঁতার।
তোমা বিনা দীন বন্ধু কে করিবে পার?

জ্ঞান রত্নে হোক মম হৃদয় শোভন।
অজ্ঞান তিমির ঘোর কর নিবারণ॥
ওহে নাথ যোড় করে করি হে প্রার্থনা।
অজ্ঞান অনলে দগ্ধ হইতে দিও না॥
কবে বা হইব মুক্ত কবে যাবে পাপ।
কত দিনে ঘুচিবে বা মম মনস্তাপ॥
দয়া কর দয়াময় তব কন্যা প্রতি।
দুস্তার সংসার হতে করহ নিষ্কৃতি॥
তোমার নিয়ম যেন না করি লঙ্ঘন।
দিবানিশি প্রাণপণে করি হে পালন॥
দরিদ্র দুঃখির দুঃখ করিতে মোচন।
আমার হৃদয় যেন করে আকিঞ্চন॥
সতীত্ব ধর্ম্মেতে রত থাকে যেন মন।
পর পুরুষেরে দেখি পিতার মতন॥
পিতা মাতা আর যত আছে গুরুজন।
সকলের প্রতি যেন থাকে ভক্তি মন॥
পর হিংসা পরগ্লানি মনে নাহি হয়।
পর উপকার ব্রতে মন সদা রয়॥
সকলের প্রিয় হব মিথ্যা না কহিব।
সুমধুর বাক্যে আমি সকলে তুষিব॥
দাস দাসী আপ্ত পর আছে যত জন।
সকলেরে দেখি আমি আপন মতন॥
বিরাজিত হও নাথ হৃদি পদ্মাসনে।
নিরাতঙ্কে যাই যেন শমন সদনে॥
যখন আসিবে সেই ভীষণ শমন।
যখন আমায় আসি করিবে বন্ধন॥
বলে ধরি লয়ে যাবে আপন মন্দিরে।
ভাই বন্ধু যত জন চাহিবে না ফিরে॥
সে সময় তুমি ভিন্ন না দেখি উপায়।
অভাগা দাসীর প্রতি হও হে সদয়॥
জ্ঞানের প্রদীপ মনে জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
চরণে তোমার নাথ এই নিবেদন॥

শ্রীমতী রত্নমণি দেবী।
শান্তিপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৩ সংখ্যা } পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ } ৮ম ভাগ

গার্হস্থ্য দর্পণ।

শিশুপালন।

শিশুদিগের আর একটি দোষ অতিশয় বিরক্তিজনক, সে দোষটি কলহপ্রিয়তা। শিশুদিগের কিরূপে স্বাধিকার বোধ জন্মে, তাহা সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে পিতা মাতারা তাহাদিগের কলহের কারণ বুঝিতে ও সহজে তন্নিবারণের উপায় সহজে করিতে সক্ষম হইবেন। দুই তিন শিশু এককালেই এক বস্তু লইয়া বিবাদ করিতেছে দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে কাহার যথার্থ অধিকার তাহা মীমাংসা করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য, যথেচ্ছামতে শাসন করিতে গেলে যদিও তৎকালীন বিবাদের শেষ হইয়া যায়, তথাপি যে ভ্রমবশতঃ তাহাদের স্বাধিকার বোধ বিষয়ক বিবাদ ঘটে, তাহার সংশোধন হয় না। কলহপ্রিয় শিশুদিগের মধ্যে এরূপ বিরক্তিজনক বিবাদ নিয়ত ঘটিলে বাস্তবিক অতিশয় সহিষ্ণুতা না থাকিলে তাহাদিগের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্যাচরণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সহজ উপায় আর কিছুই দেখা যায় না। এমন স্থলে পক্ষপাতিতা শূন্য হইয়া সকল শিশুর প্রতি সমান স্নেহ করা বিশেষ কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে ক্ষমাগুণের শিক্ষা দেওয়াও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু ক্ষমা না দেখাইলে ক্ষমাগুণের শিক্ষা দেওয়া যায় না, অতএব ন্যায়ানুসারে শিশুদিগের বিবাদ ভঞ্জন করা ও বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক দণ্ড না দিয়া ক্ষমা করাই যথার্থ সদুপায়।

শিশুদিগের আর একটি দোষ প্রায় পিতামাতারা বিরক্তিজনক বিবেচনা করিয়া থাকেন, সেটি শিশুদিগের চাঞ্চল্যভাব ও দ্রব্যাদি অপচয় করা। এমন স্থলে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, যে শিশুদিগকে যথোচিতরূপে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। এই উপায়টি শুদ্ধ এই দোষের সদুপায় নহে, এই উপায় দ্বারা অবাধ্যতা, কলহপ্রিয়তাদি নানা দোষের শান্তি হয়। এ বিষয়ে এইমাত্র সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে, যে কর্ম্মটি করিতে শিশুকে আদেশ করিবে সেটি তাহার অল্পায়াসসাধ্য হয় ও নিতান্ত নিরর্থক না হয়। আর যখন বিবেচনা হইবে, যে শিশু সে কর্ম্মে শ্রান্ত হইয়াছে বা আর তাহার সে কর্ম্মে মন নাই, তখন তাহা করিতে আর আদেশ করা উচিত নহে। প্রকারান্তর কর্ম্মে শিশুর মন থাকিলে তদনুযায়ী আদেশ করাতে হানি নাই। যে দোষের উপায় কথিত হইল তাহা সকল সময়ে দোষের মধ্যে পরিগণিত করা উচিত নহে, কেননা যে পিতামাতা ইচ্ছা করেন তাহাদিগের শিশুরা প্রবীণ লোকের ন্যায় ধীর ও শান্তপ্রকৃতি হইবে বা কথা শ্রবণ মাত্রে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মে অতিশয় অনভিজ্ঞ, এবং শিশুরা তাঁহাদিগের ইচ্ছামত না হইলে যাঁহারা রাগান্বিত হন তাঁহারা শিশুপালন কার্য্যের যোগ্যতাহীন। কিন্তু পিতামাতা যখন অতিশয় চঞ্চলতাদি হানিজনক বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্যে নিষেধ করেন, সেই নিষেধে অবাধ্য হওয়াই বাস্তবিক শিশুর দোষ। আদেশ লঙ্ঘন করাও যেমন অবাধ্যতা, নিষেধ না মানাও তদ্রূপ।

কোন কোন পিতামাতা শিশুদিগের বহুভাষণ ও অতিশয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে বিরক্ত হয়েন। এমন স্থলে কি কথা অনর্থক, কি প্রশ্নের সদুত্তর নাই বা সদুত্তর থাকিলেও তাহা শিশুর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে তদ্রূপ কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিতে আদেশ করিবে। কিন্তু শিশু যখন যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে বা যথার্থ কোন বিষয়ক কথা বলে, তখন তাহাকে নিরস্ত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিয়া তাহার জ্ঞানেচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিশুদিগের যে কয়েকটি দোষ উল্লেখ করিয়া তৎখণ্ড-

নোপায় কথিত হইল, শিশুর মনের ভাব ও বোধশক্তি বিবেচনা করিয়া সেই সকল উপায়েরও অনেক তারতম্য করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু যাহারা অতি ছোট শিশু, যাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি পায় নাই, এবং বিবেচনা শক্তি কিছুই হয় নাই, তাহাদিগকে অন্য কোন উপায়ে নীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, তাহারা কেবল পিতামাতার ও অপরলোকের ব্যবহার দর্শন করিয়াই যাহা শিক্ষা করে তাহাই যথেষ্ট এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ব্যবহারের নিশ্চয় পত্তন ভূমি।

যাহাহউক, প্রায় কোন দোষের নিমিত্তই শারীরিক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য নহে, শারীরিক দণ্ডের সহিত দোষের কিছুই সম্বন্ধ নাই সুতরাং তদ্দ্বারা কিছুই প্রতিকার হয় না, কেবল পিতা মাতার রাগ প্রকাশ এবং সুতরাং নানা দোষের বীজ বপন করা হয়। এই সকল দোষের মধ্যে প্রধান বুদ্ধির জড়তা। শিশুর দোষের সহিত শারীরিক দণ্ডের সম্বন্ধ না দেখিতে পাওয়াতেই এই ফল ঘটে। ঐ সকল দোষের মধ্যে আর একটি ভয় বা নিরুদ্যম, তদ্দ্বারা প্রথম দোষটি অর্থাৎ বুদ্ধির জড়তা আরো দৃঢ়ীভূত হয়। সেই ভয় প্রযুক্ত অসত্যপ্রিয়তা দোষও উপস্থিত হয়। আর দণ্ডদাতার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়াতে সকল দোষের প্রধান অবাধ্যতাও ঘটিয়া উঠে।

এক্ষণে শিশুপালন সম্বন্ধে যে সকল অনুচিত কার্য্যে পিতা মাতার সাবধান হওয়া উচিত তাহা বলা যাইতেছে। শিশু যে কোন দ্রব্যের জন্য ক্রন্দন করে, তাহা অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত দেওয়া অকর্ত্তব্য, তাহা দিলে শিশু কখন ধৈর্য্য শিক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু সে দ্রব্য যদি দেওয়া উচিত না হয় তাহাহইলে একেবারে দৃঢ়তার সহিত তাহা অস্বীকার করা কর্ত্তব্য। শিশুকে কোন বিষয় নিষেধ করিলে সেই নিষেধ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। শিশু কোন বিষয়ে অত্যন্ত উপদ্রব করিলে স্থির মৌন ভাবে থাকা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে শিশু আপনা হইতেই ক্ষান্ত হইবে, এবং সেই সুযোগে তাহার মনকে বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। কোন বস্তু দিবার অঙ্গীকার করিয়া শিশুকে ক্ষান্ত করা অন্যায় এবং কোন কর্ম্ম করিতে বলিলেই সেই কর্ম্ম করিবে বলিয়া কোন বস্তু দিতে স্বীকার করাও অনুচিত।

কিন্তু কোন বস্তু দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহা না দেওয়া আরো গর্হিত। শিশুকে কোন কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিতে বা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে অমূলক ভয় প্রদর্শন করাও সেইরূপ অন্যায়। শিশু যে খেলা করিতে বা যে কার্য্য করিতে বাঞ্ছা করে তাহাতে যদি কোন হানি হইবার আশঙ্কা না থাকে স্বাধীন হইয়া সেইরূপ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কার্য্য করিবার শিশুর ক্ষমতা হইবে সে কার্য্য আর অপর দ্বারা সম্পন্ন করা আবশ্যক নয়। সে কর্ম্ম সে যাহাতে সুচারুরূপে করিতে পারে তজ্জন্য যত্ন ও সাহায্য করাই যথেষ্ট, কিন্তু 'পারে না' বলিয়া তাহা তাহাকে করিতে না দিয়া আপনি করিয়া দিলে সে কোন কালেই কোন কর্ম্ম স্বয়ং সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষিত না হইলে সাবধানতা ও অধ্যবসায় জন্মে না এবং এই দুইটি গুণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সুসাধিত হয় না। যত দিন না পিতা মাতা শিশুপালনে বিশেষ যত্নশীল হইয়া প্রথমাবধি শিশুদিগকে সত্যপ্রিয় করিতে পারিবেন, পরস্পরের মধ্যে কলহ দূর করিয়া স্নেহ ঐক্যভাব ও ক্ষমা শিক্ষা দিতে পারিবেন, কাল্পনিক ভয় প্রদর্শন বা তদ্বিষয়ক গল্প ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক সাহসকে রক্ষা করিতে ও প্রশংসনীয় বিষয়ে উত্তেজিত করিতে পারিবেন, এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিয়া সাবধানতা ও অধ্যবসায়ের শিক্ষা দিতে পারিবেন, ততদিন জানিবেন যে শিশুকে মানুষকরা হয় নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ নীতিশিক্ষা প্রদান করা শুদ্ধ পিতা মাতার সাধ্য নহে। বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বাল্যকালে সে সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শুদ্ধ পিতামাতা বা দাসদাসীর সংসর্গে সে অভিপ্রায় কদাচ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারে না। সমবয়স্কদিগের সহিত একত্র সহবাস না করিতে পারিলে শিশুদিগের অনেক শিক্ষার অভাব থাকে। এদেশে শিশু শিক্ষালয় নাই অতএব শিশুদিগকে সমবয়স্কদিগের সহিত মিলিতে দিতে হইলে তাহাদিগের কিরূপ চরিত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কুসংসর্গে মিশিতে দেওয়া অপেক্ষা নীতিশিক্ষার অসম্পূর্ণতা থাকাও ভাল। কিন্তু সচ্চরিত্র শিশুদিগের পরস্পর আলাপ দ্বারা অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য সুবিধামতে সকল গ্রামে ও সকল

পল্লীতে উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত রক্ষক নিযুক্ত করা এই দুই বিষয়ে সতর্ক হইয়া শিশুদিগের একত্রে আলাপ ও খেলা করিতে দেওয়া গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। এরূপ না করাতে শিশুদিগের আসঙ্গলিপ্সা রীতিমত চরিতার্থ হয় না, সুতরাং কুসংসর্গদোষ জন্মে। সদালাপ, সদ্বিষয়ে চেষ্টা ও বিহিত সুখকর বিষয় দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা আনন্দানুভব করিতে শিক্ষা না দিলে শিশু স্বভাবতঃ কুসংসর্গী, কদাচারী ও অবিহিত সুখাভিলাষী হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সকল প্রবৃত্তি যেমন প্রকাশিত হইতে থাকিবে, তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে নিয়োজিত করাই শিশুশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। পিতামাতা শিশুদিগের মনে যে রূপ সৎপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি সকলের উদয় ও প্রভাব দেখিবেন, তদনুসারে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া নীতিবিষয়ক উন্নতি সাধন করিবেন। সেইরূপ তাহাদিগের মনে বুদ্ধি বৃত্তি সকলের উদয় ও প্রভাব বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য বিষয়ে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। নীতি-শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত যেরূপ প্রধান উপায়, বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষাতেও একটী বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বিশেষ উপায়টি এই যে বিষয়ের শিক্ষাদিতে হইবে, সেই বিষয়টি শিশুর বুদ্ধি অনুসারে যেমন ক্রমশঃ তাহার উপলব্ধি হইতে পারে সেইরূপ ক্রমশঃ তাহাকে সে বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষা দিতে হইলে শিশুর মনের ভাব কল্পনা করিয়া আপনার মনকে সেই ভাবাপন্ন করিতে হয়, পরে সে যেন আপনি শিক্ষা করিতেছে বোধ করে, এইটি মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অংশ সকল প্রকাশ করিয়া কহিতে হয়, তাহা হইলে শিশু কেবল নূতন বিষয়টি শিক্ষা করে এমন নহে, কিরূপে শিক্ষা করিতে হয় তাহাও শিক্ষা করে এবং এরূপ শিক্ষা দ্বারা মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব হয়। যেমন ঝুমঝুমি বা গদা সঞ্চালন করিয়া শিশু আপনার বাহু শক্তির প্রমাণ পাইয়া অস্ফুটবাক্যে আনন্দ ধ্বনি করিতে থাকে, সেইরূপ উক্ত প্রণালী মতে শিক্ষা করিতে করিতে আপনার বুদ্ধি শক্তির প্রমাণ পাইয়াও তদতিরিক্ত আনন্দ অনুভব করে এবং আরো বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চালনাতে রত হয়। কিন্তু যতদিন ভাষাজ্ঞান না হয় ও জ্ঞানেচ্ছা

প্রকাশ না পায় ততদিন প্রকৃত উপদেশ দেওয়া যায় না। তৎপূর্ব্বে শিশু কেবল ইন্দ্রিয় সঞ্চালনাতেই প্রবৃত্ত থাকে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের জ্ঞান যেরূপ হইতে আরম্ভ হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া নানাবর্ণের নানাপ্রকারের নানাবিধ খেলানা দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। যে সকল দ্রব্য গিলিতে পারে এমন দ্রব্য দেওয়া উচিত নহে। মাটীর, সোলার বা মোমের খেলানা ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা দেওয়া অনর্থক। কাষ্ঠের খেলনা যথা ঝুমঝুমি, গদা, বাক্স ইত্যাদি দেওয়া ভাল। ক্রমে বর্ণ, শব্দ, আকার, স্বাদ ইত্যাদি জ্ঞান হইবার পরে যখন সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইবার জ্ঞান ও সংখ্যার জ্ঞান হইবে, তখন খেলনার দ্রব্য সাজাইয়া রাখার বিষয় ও গণনা করার বিষয় শিক্ষা করিতে সহয়তা করা আবশ্যক। খেলনার দ্রব্য সম্বন্ধেই শিশুদিগের স্বাধিকার বোধ জন্মে, অতএব সেই বোধের প্রতি সেই সময় অবধি দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে [illegible] লালসা, অন্যায়রূপে অন্যের দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি দোষ করিতে না শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক শিশুকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট খেলনা লইয়া খেলা করিতে দিলে কলহের কারণ থাকে না, কতক গুলি খেলনা নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ছেলেদের সাধারণ নামে সঙ্কল্প করিয়া দিলে নানা অনর্থ কলহ ঘটিতে পারে। কিন্তু যেমন স্বাধিকার জ্ঞান, তৎসঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, ক্ষমা ও অন্যের প্রতি দ্বেষ শূন্যতা শিক্ষা করাইতে হইলে কোন কোন বস্তু সাধারণের বিষয় স্বরূপে দেখাইয়া সকলকেই তাহা ব্যবহার করিবার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সম্যক বুদ্ধিসহকারে হিতে বিপরীত না ঘটে ইহাতে সাবধান হওয়া অত্যাবশ্যক।

ভাষাশক্তি প্রকাশিত হইলেই শিশু নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তৎপূর্ব্বেই তাহার স্থান, কাল, ঘটনা ইত্যাদি অনুভব করিবার শক্তি জন্মে। তখন প্রশ্নের সদুত্তর দ্বারা ও গল্পের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। তৎকালে ছবি দেখাইয়াও অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সহজে না বুঝিতে পারে এমন কথা বা এমন বিষয় শিশুর সম্মুখে কদাচ উল্লেখ করা উচিত নহে। আমোদের সহিত শিক্ষা দান

করিবে। এক কালে অনেক বিষয়ের নূতন কথা শিক্ষা দিবেনা। যে বিষয়ে শিশুর বোধ হওয়া অসম্ভব, সে বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে কোন মিথ্যা বাক্য দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান জন্মাইয়া না দিয়া তাহাকে বলা উচিত সে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার এখনও তাহার শক্তি হয় নাই। শিশুর যেমন বুদ্ধি শক্তি প্রকাশিত হইবে তাহা বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নানাবিধ বিষয়ের শিক্ষা দিতে থাকিবে। জীব জন্তু ফুল ফল ইত্যাদি বস্তু প্রত্যক্ষ করাইয়া শিক্ষা দিবে। যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ না করা যায়, সে সকল বস্তুর ছবি দেখাইয়া শিক্ষা দিবে। কল্পনাশক্তি হইলে অপ্রত্যক্ষ বস্তু বিষয়ক, ইতিহাস বিষয়ক ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় সামান্য কার্য্য কারণ বিষয়ক শিক্ষা দিবে। বর্ণ পরিচয় হইবার যথাযোগ্য সময়ে যথা রীতিক্রমে লিখন পঠন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথমতঃ উক্ত প্রণালী অনুসারে আনন্দের সহিত প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা শিশুর পক্ষে সরস বোধ হয়, অতএব জ্ঞানেচ্ছাকে প্রবল করিতে পারে তদিচ্ছা সিদ্ধির অনন্যোপায় অধ্যয়নের প্রতি ও স্বতঃই যত্ন হইতে পারে। তাহাহইলে সার উইলিয়ম জোন্সের মাতার ন্যায় "বাপু পড়িলেই জানিতে পারিবে" এই কথার মাহাত্ম্য দেখিতে পাইবে।

শিক্ষার যত বিষয় আছে, তন্মধ্যে নিয়মের শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রথমাবধি নিয়মিত আহার শয়ন ক্রীড়া ইত্যাদি অভ্যাস করাইলে এবং লেখাপড়ার দ্রব্যাদির শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে ও সাজাইতে শিখাইলে ক্রমে তাহারা আপনাদিগের বস্তুতে আপনারা যত্ন করিতে ও আপনাদিগের কার্য্য নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে। শিশুপালন বিষয়ে শিশুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা কথিত হইল, তৎসমুদয়ই পুত্র সন্তানের পক্ষে যেমন কন্যা সন্তানের পক্ষেও ঠিক তেমনি খাটে, অতএব এ উভয়ের মধ্যে কোন মতে ভিন্নভাব করা অতি অন্যায়। কেহ কেহ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে কন্যা দিগকে বাসন ধুইতে, ঘর পুঁছিতে, লুচি রুটি বেলিতে, ময়দা থাসিতে, বাটনা বাটিতে, ও তরকারি কুটিতে শিখাইতে পারিলেই যথেষ্ট। এ সকল কন্যারা নিশ্চয়ই শিক্ষা করিবে, কিন্তু তজ্জন্য নীতিশিক্ষা বা বুদ্ধি

বৃত্তির শিক্ষা বিষয়ে তিল মাত্রও অমনোযোগ না হয়। যে পিতা-মাতা এমন গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা দিতে পুত্র ও কন্যা দিগের মধ্যে অণুমাত্র প্রভেদ করেন, সে পিতামাতা আপনার কন্যার শত্রু, নারীজাতির মাহাত্ম্য জ্ঞানশূন্য, ঐশিক নিয়মের বিদ্রোহাচারী। শাস্ত্রেও লেখা আছে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" কন্যাকে এইরূপে পালন করিবে, ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

চতুর্থ অধ্যায়।

পোর্চারন হোটেল বহু প্রাচীন কালের একটী বৃহৎ অট্টালিকা। একাদশ লুই ১৪৬১ অব্দের ১৪ই আগষ্ট রিমস্ নগরে সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া যখন পারিস মহানগরীতে সমারোহে প্রবেশ করেন, তখন ঐ মাসের সংক্রান্তি দিবসে এই অট্টালিকায় বাস করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ফরাসী মহারাজের রাজস্ব মন্ত্রী বারবীর এখানে বাস করিতেন।

যে দিবস তেলকীর মাঠে পরামর্শ স্থির হয়, সেই দিবস সন্ধ্যাগমে যেমন সায়ংকালীন ঘণ্টা ধ্বনি হইল, অমনি হোটেলের সম্মুখ দ্বারের কবাটে উচ্চ আঘাত শব্দ হইতে লাগিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মমন্দিরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এই হোটেলে থাকিতেন এবং গল্প গাছা করিবার জন্য কখন কখন দ্বারবানের গৃহে বার দিয়া বসিতেন। তিনি দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া বলিলেন "জাকবন্দ! দ্বার খুলিও না, দ্বার খুলিও না; এমন অসময়ে দ্বারে আঘাত আমার তো ভালর লক্ষণ বোধ হয় না।"

দ্বার রক্ষক বলিল "মাঠুরিনি! মন্দলোকে আর দ্বারে আঘাত করে না, সাড়া না দিয়াই গৃহে প্রবেশ করে। বোধ হয় আমাদের ছোট মনিব হইবেন। এখন হদ্দ ৭টা ৭।৷০ টা রাত্রি, যুবকেরা সকল দিন এত সকাল সকাল বাটী আসে না। কর্ফিউ ঘণ্টা বাজিলে ঘরে যাইতে হয়, কবাট বন্ধ

করিতে হয়; আগুণ, ও আলোক নিবাইতে হয় বটে, কিন্তু তাহারা মনে করে এই সময়েই গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতে মাঠুরিনি বলিলেন "যারা ঠিক্ সময়ের পরে আসে, তাদের তরে দরজা খুলো না।"

দ্বাররক্ষক এবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিল "যথার্থ, এখনো যে দরজায় ঘা দিতেছে।"

এই সময়ে বাটীর মধ্যে একটী কুঠরির দরজা খুলিল। দীর্ঘাকৃতি পাণ্ডুবর্ণ অল্পবয়স্ক একটী যুবা (অধ্যয়ন, পরিশ্রম এবং বোধ হয় চিন্তাতে তাহার ললাটের মাংস লোল হইয়াছিল) চিৎকার করিয়া বলিলেন "জাকবন্দ! তুমি কালা না কি? কে দরজা ঠেলিতেছে শুনিতে পাও না?"

দ্বারবান্ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল "কিন্তু মশাই! এত রাত্রে কে আসিবে?"

তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন "এখনি যাও এবং দেখ।" জাকবন্দ প্রত্যুত্তরের পথ না পাইয়া দরজার নিকট চলিল।"

মাঠুরিণি যুবকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন "বাপু! তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, তোমাকে হাতে ধরে এই হাত সার্থক করেছি। এখন যদি আমার কথা শোন তো বলি এ অসময়ে ডাকিতে আর কেউ নয়, হয় কোন হাঘরী লক্ষ্মীছাড়া লোক, নয় দস্যু-তাড়িত কোন ব্যক্তি।"

"যদি তা হয়, যতদূর সাধ্য তাহার সাহায্য করা খৃষ্টান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।"

বাহির হইতে এই শেষ কথার প্রতিধ্বনি হইল "যতদূর সাধ্য তাহার সাহায্য করা খৃষ্টান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।" দ্বার রক্ষক দ্বার খুলিয়াই 'ত্রাহি ত্রাহি' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

গৃহস্বামী বাররীর এবং দুইটী স্ত্রীলোক এই সময় দেউড়ীর দিকে আসিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে? কি বিপদ্ হলো?'

দ্বারবান্ বলিল "আমি দুইটী বালিকাকে দেখিতেছি, একটী মরা, আর একটী প্রায় সেইরূপ। তাহাদিগকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইব কি না? অনুমতি আমাকে করুন্।"

বারবীর বাহিরে গিয়া দেখিলেন দুইটী বালিকা অচেতন অবস্থায় ভূমিতে শয়ান রহিয়াছে। তখন রাত্রি ৮টা। এ ঋতুতে এ রাত্রে অধিক অন্ধকার হয় না, রাস্তার সকল বস্তু বেশ দেখা যায়। একটী বালিকার মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইল, তাহাতে অকৃত্রিম বিনয় ও পবিত্রতার ছবি যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। বারবীর বলিলেন "আমার তো বোধ হয় না, এই বালিকাদের কেউ এত জোরে দরজায় ঘা দিয়াছিল।"

দ্বারবান্ বলিল "না মহারাজ! সে আর একজন লোক পথ দিয়া যাইতেছিল, আমি দরজা খুলিবা মাত্র এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল 'এই দুঃখিনী বালিকা দুটীর কি হইয়াছে দেখ তো। সায়ংকালীন ঘণ্টা বাজিয়াছে, পারিসের রাস্তা নিরাপদ নহে, আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে যাইতে হইতেছে।' কিন্তু এ বালিকা দুটীকে লইয়া কি করিব অনুমতি করুন্।"

"উহাদিগকে বাটীর ভিতর আন এবং পরিচারিকারা উহাদের ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করুক।"

মাঠুরিণী বলিলেন "উহাদিগকে বাটীর ভিতর আনিবেন! ভাল মহাশয়, আপনিত কিছু ভাবেন না। পারিসের রাস্তায় যে সকল চুরি, জখমি, হত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয় তাহা একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি—"

"মাঠুরিণি! সেই জন্যেত এই অনাথিনী বালিকাদিগকে বিপদে ফেলা কখনই উচিত নয়।"

"কিন্তু মহাশয়! কে বলিল ইহারা অনাথিনী বালিকা?"

বারবীর বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বেটী! এদের পানে একবার চাহিয়া দেখিলেই যে তাহা বুঝিতে পার।"

মাঠুরিণী আরো জেদ করিয়া বলিলেন "বাবা ঠাকুর! আপনার একটী দয়ার কার্য্যে ব্যাঘাত করিতেছি বলিয়া যদি কিছু মনে করেন আমাকে হাজার বার ক্ষমা করুন্। কিন্তু আমি বলিতেছি বেদিয়ারা তাদের 'কাঠের পার' আজ্ঞায় এরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছে। এই হতভাগারা সকল বেশ ধরিতে পারে; তাহারা বৃদ্ধ, যুবা, কদাকার, সুন্দর, কুঁজো, খোঁড়া, কানা যা মনে করে তাই হতে পারে। বুড়ো ঝির কথা রাখুন,

আমাদের উপর এ কার্য্যের ভার দিয়া যান। উহারা বাহিরে থাকুক আমরা উহাদিগকে মিঠাই মোণ্ডা বিছানা মাদুর যা আজ্ঞা করিবেন দিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, উহাদিগকে বাটীর ভিতর কখন আনিবেন না।"

"মা ঠাকুরন্, ঈশ্বরের দোহাই, পায়ে ধরি, আমাদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া রাখিবেন না।" দুইটীর মধ্যে বড় বালিকাটী অতি ক্ষীণস্বরে এই কথা গুলি বলিল। রাজস্বমন্ত্রী বলিলেন "জাকবন্দ! মাঠুরিণীর কথা শুনিয়া কাজ নাই, আমি যা বলি তাই কর।" এই কথা বলিয়া যে বালিকাটী এখন পর্য্যন্ত একটী কথা কয় নাই, তিনি তাহার হাত ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া চলিলেন। জাকবন্দ অপর বালিকাটীকে ধরিয়া তুলিল এবং প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দ্বাররক্ষকের পত্নী বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল "ইহাঁদের কি বুদ্ধির ভ্রম।" মাঠুরাণী সায় দিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি ঠিক্ বলিতেছ, এ কি বিষম পাগলামী। ঈশ্বর করুন্ আমাদের মনিবকে যেন পরে এজন্য পরিতাপ করিতে না হয়।"

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহস্বামী বালিকা দুটীকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার দিয়া যখন দেখিলেন তাহারা কিছু সুস্থচিত্ত হইয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে? কোথায় যাইতেছিলে?"

যে বালিকা পূর্ব্বে মুখ খুলিয়াছে সেই এখন উত্তর দিতে অগ্রসর হইল। সে বলিল "আমার ভগিনী আলিস্ এবং আমি দুজনেই অতি দুঃখী এবং পিতৃ মাতৃহীন, আমাদের পানে চাহিয়া দেখে এমন আত্মীয় বন্ধু পৃথিবীতে কেহ নাই। পাঁচ দোরে ভিক্ষা মাগিয়া আমাদের উদর পোষণ করি। দিনের বেলা আমরা রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই, রাত্রি হইলে যেখানে পাই নিদ্রা যাই; ধর্ম্ম মন্দিরের বারাণ্ডায় এবং হাটের চালায় প্রায় আমাদের রাত কাটিয়া যায়। আজি সন্ধ্যাকালে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে আপনার দ্বারের বেশী দূর আর যাইতে পারিলাম না। আজি প্রাতঃ কাল হইতে আমরা কিছুই খাই নাই।"

সারা যতক্ষণ বলিতেছিল বারবীর আলিসের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে এক-দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, আর কোন দিকে পলক ফিরাইতে পারেন নাই। সে বালিকাটী মুমূর্ষুর ন্যায় ম্লান মুখে মাথাটী হেঁট করিয়াছিল, দেখিলেই বোধ হয় কোন গভীর শোকে মগ্ন আছে; এবং সারা যেমন এক একটী কথা বলিতেছিল তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু হইতে বড় বড় জলের ফোঁটা গণ্ড স্থল বাহিয়া ঝরিতেছিল। এরূপ সুকুমার বয়সে নিস্তব্ধ অথচ গভীর শোকের এ প্রকার ভাব দেখিয়া বারবীরের অন্তঃকরণ বিকল হইয়া উঠিল। তিনি মাঠুরিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাদিগকে কোথায় শয়ন করিতে দিবে?"

পরিচারিকা বলিলেন "তার জন্যে বেশী ভাবিত হইবেন না। আস্তা-পোল, কি গোলাবাড়ী বাহিরের যেখানে হয়, একটা জায়গা হইলেই হইবে।"

"মাঠুরিণি! ইহারা একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তোমার ঘরের নিকট এমন একটী কুঠারি কি নাই?"

সারা ব্যস্ত হইয়া বলিল "আস্তাপোলেই অনুমতি করুন, আস্তাপোলই বেশ হইবে, আমাদের দুই বোনের বিছানায় শোয়া অভ্যাস নাই।"

"মা ঠাকুরাণি! যদি অনুগ্রহ করেন, কুঠারিতেই একটু স্থান দিন।" আলিস এই কথাটী এরূপ ব্যগ্রতার সহিত বলিল এবং বারবীরের প্রতি এরূপ বিষণ্ণ ভাবে চাহিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

"আচ্ছা দুঃখিনী বালিকা, কুঠারিতেই স্থান পাইবে।"

মাঠুরিণী বিজ বিজ করিয়া গোমরাইতে লাগিল "হ্যাঁ আমার পাশের ঘরে রাখা হোক্ প্রথমে আমার গলাটাই কাটা যাক্!"

সারা জিজ্ঞাসা করিল "আপনার গলা কাটা যাবে এমন কথা কেন বলিতেছেন?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "আমি কেমন করে জানিব, কেমন করে বলিব?"

আলিস নম্রভাবে বলিল "মা ঠাকুরাণি! যদি আমাদের তরে কোন ভয় হয়, দরজার কুলুপ আঁটিয়া দিন।" এই বলিয়া কাকুতিসূচক দৃষ্টিতে

সারার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। সারা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাহার উপরে কট মট করিয়া চাহিতে লাগিল। বারবীর দুটী বালিকার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ বিনিময় করিতে লাগিল, একজন যত কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, অন্যটী তত রুদ্র ভাব দেখাইতেছে, তখন তিনি ইহার নিগূঢ় কারণ বাহির করিতে উৎসুক হইলেন।

তিনি বলিলেন "আচ্ছা, সহজেই এ বিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে। যে কুলুপবন্দ ঘরে থাকিতে চায় সে তাহাতেই থাকিবে এবং আর একজন আস্তাপোলে যাইবে।"

সারার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু আলিস পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ম্লান হইয়া গেল এবং যেন ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মহাশয়! এই দয়াটী করুন্ আমাদিগকে ছাড়াছাড়ি করিয়া রাখিবেন না।"

বারবীরের যার পর নাই আশ্চর্য্য বোধ হইল। আলিসের উপরে তাঁহার দৃষ্টি এরূপ অচঞ্চল ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি এককালে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন।

মাঠুরিণী বলিল "আপনার এ ছোট বালিকাকে দেখিয়া কি বোধ হয়?"

বারবীর কিছু চিন্তা করিয়া বলিলেন "বড় আশ্চর্য্য, বড় আশ্চর্য্য! আমার বোধ হয় এ মুখ আমার অপরিচিত নয় এবং ইহার স্বর পর্য্যন্ত আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পরিচারিকা বলিল "আমি এখন ইহাদিগকে চিনিতে পারিতেছি। এই দুই ভিখারিণী মেয়েকে আমি সর্ব্বদা পোর্চারন্ ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে দেখিয়া থাকি।"

বারবীর মাঠুরিণীকে বলিলেন "দেখ ঝি, ইহাদের উভয়কে তোমার ঘরের কাছে যে কুঠারি আছে, তাহাতে থাকিতে দেও এবং প্রাতঃকালে আমার সহিত দেখা না করাইয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিও না।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মাঠুরিণীকে প্রভুর কথা কাজে কাজেই শুনিতে হইল। তিনি একটী

বাতি জ্বালিয়া লইয়া উভয়কে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বলিলেন এবং অনেক সিড়ি ভাঙ্গিয়া চিলের ছাদে একটী ছোট কুঠারিতে লইয়া গেলেন, তথায় একটী শয্যা দৃষ্ট হইল। পরিচারিকা আলোক হস্তে যেমন ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন সারা বলিল "ঠাকুরাণি! আমাদিগকে কি অন্ধকারে রাখিয়া যাইতেছেন?"

পরিচারিকা বলিলেন "চন্দ্রোদয় হইয়াছে তোরা আরো কি চাস্?" এই বলিয়া তিনি যেমন ঘরের বাহির হইবেন আলিস্ মৃদুস্বরে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল "আমাদের কুঠারির দরজার কুলুপ টা আঁটিয়া দিন।" একথায় আর কোন ফলোদয় হউক না হউক, মাঠুরিণী বিজাতীয় ভয়ে এরূপ আক্রান্ত হইলেন যে আর সকল কথা ভুলিয়া গিয়া যত শীঘ্র পারিলেন ছুটিয়া আপনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আদর্শ ইংরাজ ভার্য্যা।

এদেশের অনেক লোকের একটী কুসংস্কার আছে যে ইংরেজ দিগের স্ত্রীরা অর্থাৎ বিবীরা স্বামীর প্রতি বড় স্নেহ ভক্তি করিতে জানেন না, তাঁহাকে চাকরের মত আজ্ঞাধীন করিয়া রাখেন, তাঁহার উপার্জ্জিত টাকা কড়ী লইয়া কেবল আপনি বাবুয়ানা করিয়া উড়াইয়া দেন, সন্তানাদির প্রতিও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন এবং সর্ব্বদা আপনাদের সুখ সচ্ছন্দতার জন্যই ব্যস্ত। এ কথা ঠিক্ নহে। সাহেবদের দেশে গিয়া ইহাদের পরিবার সকলের ব্যবহার স্বচক্ষে দর্শন করিলে এ ভ্রম অনায়াসে দূর হইতে পারে। ইংরেজ রমণীদিগের হৃদয়ও যে বঙ্গীয় কামিনীগণের ন্যায় আশ্চর্য্য স্নেহ, মমতা, প্রীতি ও ভক্তির আধার ইহার অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে তাহার সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে ইংরেজ দিগের আদর্শ ভার্য্যার চিত্র ইংরাজী একটী প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম, ইহা দেখিলে পাঠিকাগণ হয়ত বঙ্গীয় রমণীর বর্ণনা অনুমান করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

বালিকা যখন, আমারে তখন, আনিলে আপন ঘরে।
দুখের দুখিনী, সুখের সুখিনী, হতে চিরদিন তরে॥
বল নাথ আজ, ছাড়িয়া সে কাজ, আপন সুখের লাগি।
তব দুঃসময়ে, পাষাণ হৃদয়ে, নহি কি দুখের ভাগী?
অন্যের হাসিতে, না চাই হাসিতে, কাঁদিব তোমার সাথ,
জগতে না গণে, ভেবনাক মনে, আমার সর্ব্বস্ব নাথ॥
কুটীর প্রাসাদ, তোমার প্রসাদ, শাকান্ন সুধানিলয়।
সহাস্য বদন, জুড়ায় নয়ন, তব স্বর মধুময়॥
নিদ্রা যাও নাথ, করি দৃষ্টিপাত, অশ্রুতে ভাসয় আঁখি।
বলি দয়াময়ে, দীন নিরাশ্রয়ে, বাঁচাও চরণে রাখি॥
'দেখ দিন দিন, পরিশ্রমে ক্ষীণ, নাথের হৃদয় মন,
কৃপা দৃষ্টিপাত, কর দীননাথ, সর্ব্বদুঃখ বিনাশন॥'
বিরাম দায়িনী, নিদ্রা বিনোদিনী, এ চখে আসিলে পরে।
না যেতে পলক, কাঁদয় বালক, উঠি চমকের ভরে॥
তোমার অঙ্গজ, সুখ সরসীজ, যতনে হৃদয়ে লয়ে।
আদরে সান্ত্বনা, করি পাছে তোমা, জাগাইবে অসময়ে॥
এক ভিক্ষা চাই, নাথ তব ঠাঁই, পূর মম মনস্কাম।
হবে সুখী মন, দুঃখিনী যখন, ত্যজিবে এ ভবধাম॥
নাহি প্রয়োজন, স্নেহের বচন, তুমি চির স্নেহময়।
সুখের আহারে, প্রয়াস না করে, তব সুখে সুখোদয়॥
যে বসন পরি, তাহাতে সুন্দরী, তব চখে যদি হই,
করিবারে জাঁক, ধনীর পোসাক, পরিতে লোলুপ নই।
সদা সভাস্থলে, গিয়া কুতূহলে, যে সময় কর দান॥
না কর বঞ্চিত, তাহার কিঞ্চিৎ, দিয়া মোরে দেহ জ্ঞান।
যে জ্ঞানের লাগি, এত অনুরাগী, আকুল হৃদয় তব॥
আমি কি তাহার, নাপাইব তার, পশুর সমান রব?
কর মোরে দান, হোরা পরিমাণ, সময় প্রতি যামিনী।
যতদূর পার, কর আপনার, আত্মার চির সঙ্গিনী॥

তুমি অনাগত, কাজে রব রত, ভাবিব তব অভাবে,
সময় আমার, দুঃখের আগার, কখন আর না হবে।
বিদ্যানুশীলন, করিবে যখন, পাইবে আমারে সাথী,
কুটীর প্রস্থনে, অব কৃপা গুণে, শিখাইব দিবা রাতি॥
নহি ধনবান, নহি মান্যমান, জ্ঞান ধর্ম্মে সুখী রব,
হৃদয়ে হৃদয়, মনে মন লয়, দোঁহে একপ্রাণ হব॥*

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক।



মনুষ্য সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা জানেন না এই সমাজ হইতে কত প্রকারে কত উপকার পাওয়া যায় এবং ইহা ছাড়িয়া যদি কোন জনশূন্য স্থানে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে কি ঘোর বিপদে পড়িয়া প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ কি আহার, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান এ সকল বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য না পাইলে কোন প্রকারেই আমাদিগের চলিতে পারে না। আমাদিগের দেশের প্রাচীন মুনি ঋষিদিগের কথা শুনা যায় তাঁহারা

* Chambers's Miscellany.

জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন বনে তপস্যা করিতেন, কিন্তু বন মধ্যে ও তাঁহাদিগের আশ্রম এবং এক প্রকার পরিবার ও সহবাসী সকল থাকিতেন। কেহ কেহ ধ্যানযোগে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ও বাহ্য ক্রিয়া শূন্য হইয়া থাকিতেন যদি বিশ্বাস করা যায়, তাঁহারা জীবিত লোকের মধ্যে গণ্য নহেন। একাকী এক নির্জন দেশে গিয়া কিরূপ অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হয়, তাহার যথার্থ বিবরণ আমরা দেখিতে পাই না, অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। এইরূপ অনুমানে চিত্রিত করিয়া ইংরাজীতে 'রবিনসন্ ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' নামে এক খানি অতি আশ্চর্য্য গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থ কিন্তু এক কালে অমূলক নয়। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক নামে এক ব্যক্তি বাস্তবিক একাকী একটী জনশূন্য দ্বীপে পড়িয়া অনেক দুরবস্থা ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে রবিন্সন ক্রুশো সাজাইয়া বই খানি লিখিত হইয়াছে।

এই সঙ্গে যে ছবি খানি দেওয়া গেল তাহাতে যে ব্যক্তি কতক গুলি ছাগল লইয়া আমোদ করিতেছেন, তিনিই সেই আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক। তিনি কেন ছাগল নাচাইতেছেন? যে ভয়ানক স্থানে পড়িয়াছেন, জন মনুষ্যের সহিত দেখা নাই আর কি করিবেন? মানুষের এমনি প্রকৃতি যেখানে থাকুক একটী সংসার চায়। যদি মানুষদিগকে না পায়, ইতর জন্তু সকলকে লইয়া পরিবার বন্ধন করে। ইহাঁর গায় যে পোষাক, দেখ তাহা পশুর আস্ত চামড়া লইয়া ইনি নিজে তৈয়ার করিয়াছেন এবং কতক গুলি গাছের আশ্রয়ে স্থানটীকে মনোহর করিয়া কিছু দিন সুখে যাপন করিতেছেন। আমরা ইহাঁর যথার্থ বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

স্কটলণ্ডের ফাইফ্ সায়ারের অন্তঃপাতী লার্গো গ্রামে ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে সেলকার্কের জন্ম হয়। তাঁহার নাম প্রথমে সেলারেগ ছিল। তিনি একটী সামান্য পাঠশালে লেখাপড়া শিখিয়া পৈতৃক ব্যবসায় জুতা গড়া কাজে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতে সেলকার্ক বিকড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন, এজন্য তাঁহার পিতামাতা বড় কষ্ট পান। সমুদ্র যাত্রার জন্য তাঁহার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা থাকাতে জুতা গড়া

কাজ ভাল লাগিল না। যখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর, কোন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে পুরোহিতেরা তাঁহাকে একটী কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেন। আপনার তেজোহানি স্বীকার না করিয়া তিনি এই সুযোগে কাহাকে না বলিয়া পলায়ন করেন এবং তৎপরে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ মহাসাগরে তখন সমুদ্র যাত্রার একটী উৎসাহ পড়িয়া গিয়াছিল, অনেকে মনে করেন, তিনি সেই দিকে গিয়াছেন। যাহাহউক ১৭০১ অব্দে লার্গোতে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবাধ্য-স্বভাব, এখনো সেইরূপ, পরিজনবর্গের সহিত সর্ব্বদাই বিবাদ আরম্ভ করিলেন। সমুদ্রই তাঁহার বড় ভাল লাগিত, এজন্য স্কটলণ্ডে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া লণ্ডন নগরে প্রস্থান করিলেন। তথায় কাপ্তেন ডাম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে যুটিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে লুণ্ঠনার্থ জাহাজ ভাসাইলেন। এই যাত্রাতে তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়।

১৭০৩ অব্দের বসন্তকালে ইহাঁদের জাহাজ ইংলণ্ড ছাড়িল। ডাম্পিয়ার সেণ্ট জর্জ নামক জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তৎসঙ্গে সিঙ্ক পোর্টস্ নামে এক ক্ষুদ্র পোত ছিল, সেলকার্ককে তাহার প্রধান নাবিক করিয়া দিলেন। নানা স্থান ভ্রমণের পর উভয় জাহাজ পর বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ আমেরিকার তীরবর্ত্তী জোয়ান ফার্ণাণ্ডেজ দ্বীপে উপনীত হয়। সেখানে জাহাজ সকল পুনঃ সজ্জিত করণার্থ কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা পুনরায় লুণ্ঠনার্থ বহির্গত হইলেন। কিন্তু তথায় ষ্ট্রাডলিঙ নামে জাহাজের এক জন অধ্যক্ষের সহিত সেলকার্কের মর্ম্মান্তিক বিবাদ হইল এবং তিনি জাহাজ পরিত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। ১৭০৪ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্ট্রাডলিঙ আপনার জাহাজের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া যখন জোয়ান ফার্ণাণ্ডেজ দ্বীপে পুনরাগত হইলেন, সেলকার্ক সঙ্গীগণের নিকট বিদায় লইয়া দ্বীপে রহিলেন, জাহাজ চলিয়া গেল। তিনি চারি বৎসর চারি মাস এই দ্বীপে বাস করেন, পরে ১৭০৯ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উড্‌স রজার্স নামে এক কাপ্তেন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জাহাজে তুলিয়া লন। সেলকার্ক কতক কর্তৃত্ব ভার পাইয়া বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক জাহাজ চালাইতে লাগিলেন এবং আট হাজার টাকার লুট দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ১৭১১

অব্দের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। তিনি ঠিক্ ৮ বৎসর স্বদেশ ছাড়া হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সেলকার্ক শান্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলেন না। পুনরায় সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং ১৭২৩ অব্দে জাহাজেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ইঁহার বিজন-বাসের অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমরা পরে কিছু কিছু প্রকাশ করিব।

স্ত্রীগণের সামাজিক সম্বন্ধ ও অধিকার।

(২৪২ পৃষ্ঠার পর।)

এখন একটি কথা আমাদিগের বিবেচনাধীন হইতেছে, এটি অতি গুরুতর বিষয়। আমরা প্রতিজন যৎকালে আমাদিগের আহার বিহার প্রভৃতি সমুদায় সুখ স্বচ্ছন্দতা মানব সমাজ হইতে লাভ করিতেছি, তখন ইহার বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ স্বরূপ সমাজকে আমাদিগকে অবশ্য কিছু দিতে হইতেছে। যিনি যে পরিমাণে সমাজ হইতে সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন, তিনি সেই পরিমাণে তাহার প্রতিশোধ করিতে সমাজের নিকটে বাধ্য। লোকে জ্ঞাতসারে করুক আর না করুক, স্ব স্ব পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া যে তাহারা নিজ নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা সংসাধন করে, তাহাতেই কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাদিগের সমাজের জন্যও কার্য্য করা হয়। এখন দেখিতে হইবে, স্ত্রীগণ সমাজের নিকট তাঁহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য যে পরিমাণে দায়ী, তাহা তাঁহারা কি প্রকারে পরিশোধ করিতে পারেন। তাঁহারা মানবমণ্ডলীর উপযুক্ত মাতা হইয়া ভাবী বংশের চরিত্রের সূত্রপাত করিবার জন্য সমাজের নিকট একটী গুরুতর কর্ত্তব্য ভারে আবদ্ধ রহিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিলেও তাঁহারদিগের সমুদয় ঋণ পরিশোধ হয় না। তাঁহারা এতদতিরিক্তও সমাজের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন, আমরা তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি।

স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ব্যায়াম বিশ্রাম ও আহারের যে সময় অবশ্য দেয় তদ্ভিন্ন আমাদিগের জীবনের সময়ের উপরে আমাদিগের নিজের কোন অধিকার নাই। এই সময়কে সমাজের ঋণ পরিশোধ কার্য্যে অবশ্য নিয়োগ করিতে হইবে। শিশুসন্তানের লালন পালন এবং তাহার চরিত্র সংগঠন সমাজের

নিকট মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন হইলেও সকল সময় কিছু তাঁহার এই কার্য্যে ব্যয়িত হয় না। তিনি অতিরিক্ত সময় সমাজের কোন্ কার্য্য সাধনে নিয়োগ করিবেন? তিনি সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতার ভার মাতৃ প্রকৃতিতে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার অন্যের সহায়তা লওয়ায় কোন হানি নাই, বরং অন্যের সহায়তায় সমধিক সময় হস্তে রাখিয়া তিনি তাঁহার সময়কে তদপেক্ষা সমাজের উচ্চতর কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। অধিকন্তু মাতার শিশু সন্তানের উপরে কর্ত্তব্য সাধন জন্য সকল সময়ে সমান সময় দিতে হয় না। কয়েক মাস যেমন তাঁহাকে প্রায় নিয়ত শিশুর অনুবর্ত্তী থাকিতে হয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার সময় সেই শিশুর জন্য আর তত ব্যয়িত হয় না। বিশেষতঃ সকল স্ত্রীকেই এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয় না। সুতরাং আরো কতকগুলি সাধারণ কার্য্য থাকা আবশ্যক। সেই সকল স্বভাবতঃ কি কার্য্য হইতে পারে? জ্ঞানালোচনা, শিল্প, শিক্ষাদান, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা। আমরা দৈনিক উপাসনাকে আত্ম সম্পর্কীন ও সমাজ সম্পর্কীন উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়া, তাহাকে সাধারণ স্থলে রাখিয়া দিলাম। স্ত্রীগণের এই কয়েক প্রকারে জীবন অতিবাহিত হইলে আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগের প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করা হয়।

আমরা স্ত্রীগণের প্রকৃতিকে যখন মাতৃপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তখন তাহাকে স্নেহ কোমলতার আধার বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যে কোন কার্য্য এই স্নেহ ও কোমলতার বিরোধী এবং কঠোরতার পরিচায়ক, তাহা কখন স্ত্রীপ্রকৃতির যোগ্য নহে। স্ত্রীগণ সমর কার্য্যে নিপুণ হইবেন, শত্রু শোণিতে আপনাদের সুকোমল করতল কলঙ্কিত করিবেন, ইহা বোধ হয় পৃথিবীতে কেহই অনুমোদন করিবেন না। যিনি যুক্তি পথে যত দূর কেন না যান, পশ্চাৎ তাঁহাকে এই প্রকৃতি স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় পুরুষগণ স্ত্রীগণের কার্য্য আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যের ভূমি সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্ত কার্য্যের জন্য লালায়িত হইতে হয়। স্ত্রীগণ স্বয়ং সুন্দর, সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যধিক

প্রবল, যদি তাঁহারা সুনিপুণ বিদ্যাবতী হইয়া শিল্পের সৌন্দর্য্য আপনাদিগের হস্তে রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের কার্য্য ক্ষেত্র কত বিস্তৃত হইয়া পড়িত! সুকোমলমতি বালক বালিকাগণের বিনয়নের ভার কতক দিন স্বভাবতঃ স্ত্রীগণের হস্তে বিন্যস্ত থাকে। এই স্বাভাবিক ব্যাপার দর্শন করিয়া কোমল বয়স্ক বালক বালিকাগণের প্রথম শিক্ষার ভার যদি স্ত্রীগণের হস্তে নিহিত হয়, সমাজের কত মঙ্গল সাধিত হয়। প্রথম বয়সে কঠোর শিক্ষা নহে, সুকুমার শিক্ষা। এ সময়ে স্নেহ মমতা শিক্ষার প্রয়োজক হইবে। সুতরাং স্ত্রীগণ এ সময়ের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী। স্ত্রীগণের অনেক প্রকারের ব্যাধি আছে, যাহা স্ত্রীগণের দ্বারাই চিকিৎসিত হওয়া সমুচিত। শিশুসন্তানগণের বিশেষ রোগ মাতা কর্তৃক তখন তখন চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক। রোগীর শুশ্রূষা স্ত্রীগণের দ্বারা যত উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হয়, পুরুষ গণ কর্ত্তৃক কখন সেরূপ হইতে পরে না। সুতরাং এ সকল কার্য্য বিশেষ নিপুণতা লাভের জন্য স্ত্রীগণকে তদ্বিষয়ক বিদ্যা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা করা সমুচিত। চিকিৎসা কার্য্যের মধ্যে যে সকল ব্যাপারে কঠোরতার প্রয়োজন, সে সকল পুরুষ গণের দ্বারাই সংসাধিত হইবে। পাঠ ও জ্ঞানালোচনাকে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে সামাজিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছি। স্ত্রীগণ পাঠ ও জ্ঞানালোচনা দ্বারা আপনাদিগকে উপযুক্ত না করিলে তাঁহাদিগের উপরে যে সকল গুরুতর কার্য্য নিপতিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুই সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। প্রতিদিন নিয়মিত পাঠ ও জ্ঞানালোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের জ্ঞান সঞ্চয় করা সমুচিত, দিন দিন পৃথিবী নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছে, স্ত্রীগণ যদি তৎসহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগের অজ্ঞতা নিবন্ধন তাঁহারা সময়ের অবস্থার উপযোগী আপনাদিগকে করিতে পারেন না। জ্ঞানালোচনায় হৃদয়ের কঠোরতা সম্পাদন হয় অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাই সত্য যে, জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রীতি ও স্নেহ হৃদয়ে সংস্থাপিত হয়। আমাদিগের বিবেচনায় বিজ্ঞানাদি কঠোর কঠোর বিষয় যাহা আবিষ্কার করিতে জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন, তাহা পুরুষ গণেরই উপযোগী, কিন্তু সেই কঠোর

চিন্তার ফল সকল শিক্ষা করা সকলের পক্ষেই সহজ। স্ত্রীগণ কঠোর আলোচনা দ্বারা বিজ্ঞানের কঠোর বিষয় সকল আবিষ্কৃত না করুন, তাঁহারা বিজ্ঞানের লব্ধ ফল সকলে আপনাদিগকে কখন বঞ্চিত রাখিতে পারেন না, রাখা শ্রেয়স্করও নহে। স্ত্রীগণ সর্ব্ব চিন্তাশূন্য হইবেন, আমাদিগের এ লেখায় কাহার মনে করিবার কারণ নাই, কারণ তাঁহাদিগের অধিকারে এমন সকল কার্য্য রহিল যাহার উন্নতি সাধনে সমূহ চিন্তা আবশ্যক হইবে। স্ত্রীগণ শিল্প ব্যবসায়ী হইবেন, আমাদিগের লেখা দ্বারা প্রতীত হইতেছে। এক একটি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া একার্য্য কখন সম্পাদন করিতে পারেন না, অবস্থা বিশেষে তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে বিরতও হইতে হইবে। অতএব অনেকটি স্ত্রীলোক একত্র মিলিত হইয়া এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত। একটি স্ত্রীলোক সম্পন্ন হইলে তিনি অন্য এক কি ততোধিক স্ত্রীলোককে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যস্থলী গৃহ হইতে কখন বিচ্ছিন্ন না হয় এইটি করিতে হইবে। স্ত্রীগণ নিয়ত গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাকিবেন ইহা সর্ব্বথা আকাঙ্ক্ষণীয়।

আমরা স্ত্রীগণের সম্বন্ধ ও অধিকার বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এবিষয়ে বিশেষ রূপে লিখিতে গেলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে উহা শেষ করা যায় না। আমরা এই প্রস্তাবে শুদ্ধ স্ত্রীগণকে মাতৃ প্রকৃতিতে গ্রহণ করিলাম, স্ত্রীগণের পত্নী ও কন্যা ভাব আমরা কিছুই আলোচনা করিলাম না। বর্ত্তমান এই দুই ভাব অনেকে বিকৃতি বলিতে পারেন, সুতরাং এক মাতৃপ্রকৃতি হইতেই আমরা আমাদিগের সিদ্ধান্ত বিনিঃসৃত করিলাম। মাতা, পত্নী, কন্যা রূপে স্ত্রীগণের গৃহের সহিত সম্বন্ধ সামান্য নয়। আমাদিগের আশা পাঠিকাগণ এ সকল সম্বন্ধে নিজেরা চিন্তা ও আলোচনা করিবেন।

জ্যোতিষ।

সূর্য্যের কার্য্যকারিতা!

গত বারে আমরা সূর্য্যের আকার ও গতি প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, অদ্য সৌর জগতের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে সূর্য্যের প্রধান প্রধান কার্য্যাকারিতার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। সূর্য্য দ্বারা দিবা রাত্রি আলোক অন্ধকারের বিভাগ হয়, ইহা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। সূর্য্য যখনি দৃষ্টান্তরেখার (১) উর্দ্ধে সমুত্থিত হয়, তখনি উহাকে আমরা দেখিতে পাই এবং এই দেখাকে সূর্য্যোদয় বলি। আর যখন সূর্য্য এই দৃষ্ট্যন্ত রেখার নিম্নে গমন করে, তখন তাহাকে অস্ত কহিয়া থাকি। (২) সুতরাং দৃষ্ট্যন্তরেখার উর্দ্ধে সূর্য্যের অবস্থিতি কাল দিনমান, তাহার নিম্নে অবস্থান কাল রাত্রিমান। এই দিনমান সকল সময়ে সমান থাকে না। কখন বা দিন বড় হয় রাত্রি ছোট হয়, কখন রাত্রি বড় হয় দিন ছোট হয়। সূর্য্যের স্থিতি কাল লইয়া রাত্রি দিন ছোট বড় হয়। যখন সূর্য্য দৃষ্ট্যন্তরেখার উর্দ্ধে অধিক ক্ষণ অবস্থিতি করে তখন দিন বড় হয়, এবং যখন অল্প ক্ষণ অবস্থিতি করে তখন দিন ছোট হয়, সুতরাং দৃষ্ট্যন্তরেখার নিম্নে সূর্য্যের যত অধিক ক্ষণ অবস্থান রাত্রিমান তত বৃদ্ধি হয়। দিনমান আমাদের দেশে ১৪ ঘণ্টার বেশি বড় বা ১০ ঘণ্টার বেশি ছোট হয় না। কিন্তু দিন ও রাত্রির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ঋতু পরিবর্ত্তনও এই সূর্য্য দ্বারা

---

(১) আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে কতক দূরে মণ্ডলাকার একটী রেখা দেখিতে পাই, তথায় আকাশ পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে বোধ হয়, ইহাকে দৃষ্ট্যন্ত রেখা বলে কেন না ইহার অধিক দূর আর দৃষ্টি যায় না। পৃথিবীর উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে ইহা ১৷ সওয়া ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক দূরে দেখা যায়, তখন চক্ষু সমভূমি হইতে ৫ ফিট উচ্চে থাকে। ইহার চতুর্গুণ অর্থাৎ ২০ ফিট উচ্চে চক্ষু থাকিলে উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ পৌনে তিন ক্রোশ চারিদিকে দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্ট্যন্ত রেখা নিরূপণের এইরূপ নিয়ম।

(২) পাঠিকাগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন সূর্য্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে

সংঘটিত হইয়া থাকে। কতক সময় সূর্য্য ঠিক আমাদিগের মস্তকোপরি থাকে, কতক সময় থাকে না, এই অনুসারে ঋতুর তারতম্য হয়। যখন সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি থাকে, তখন তাহার কিরণ সোজা হইয়া পৃথিবীতে পড়ে, এবং উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এই সময়কে গ্রীষ্ম বলে। কিন্তু যখন মস্তক হইতে সমধিক দূরে যায় তখন শীতকাল সমুপস্থিত হয়। শরৎ বসন্ত সূর্য্যের এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিতি সময়ে হইয়া থাকে। বর্ষা গ্রীষ্মের এবং হেমন্ত, শিশিরের অন্তর্গত কাল। এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। মনে কর কোন ব্যক্তি একটি মৎস্যকে শিকে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে কাবাব করিবে। সে প্রথমতঃ মৎস্যের মধ্যভাগ অগ্নির উপরে সংস্থিত করে, ইহাতে পৃষ্ঠ ও বক্ষ ভাগে সমধিক উত্তাপ লাগে, মাথা ও পুচ্ছের দিকে অত্যল্প উত্তাপ লাগিয়া থাকে। পরে ঐ দুই ভাগ বিশেষরূপে উত্তপ্ত করিয়া লয়। সূর্য্য সন্নিধানে পৃথিবীর এইরূপ গতিতে ঋতু ভেদ উপস্থিত হয়। সূর্য্যের আর একটী প্রধান কার্য্য, ইহা পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া শূন্যে ঘুরাইতেছে, এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। এই আকর্ষণ না থাকিলে পৃথিবী আপনার গতিতে অসীম শূন্যে বরাবর এক দিগে চলিয়া যাইত। আমরা যে আলোকে সমুদায় পদার্থ দর্শন করি, এই আলোকও সূর্য্য হইতে সমাগত হয়। আলোক কি? ইহা অদ্যাবধি পরিষ্কাররূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনেকে মনে করেন উহা বায়ুতে অবস্থান করে। আলোককে কেহ২ দীপ্তিকর সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া থাকেন। সূর্য্য মণ্ডল হইতে এই আলোক ঢেউ খেলিয়া পৃথিবীতে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং চক্ষুর সহিত উহার প্রতিঘাতে আলোক জ্ঞান হইয়া থাকে। যে সকল পদার্থ দীপ্তিমান্ যেমন সূর্য্য, অগ্নি, প্রজ্বলিত দীপ ইত্যাদি ইহাদিগের সকল হইতেই এই আলোক তরঙ্গিত ভাবে

আসিবার পূর্ব্বে আমরা তাহার উদয় দেখিতে পাই এবং চক্ষুর অদৃশ্য হইবার অনেক পরে তাহার অস্ত দেখি। ইহার কারণ জলের মধ্যে একটী টাকা একস্থানে রাখিলে যেমন অন্যস্থানে বোধ হয়, আমরা বায়ুসাগরের মধ্যদিয়া সূর্য্যকে দেখি বলিয়া তাহাকে স্বস্থান হইতে অন্যস্থানে দেখিতে পাই।

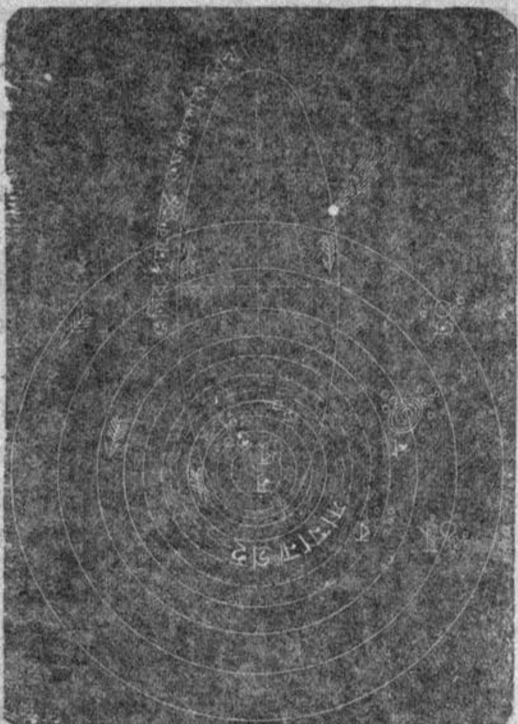
আইসে। আলোক দর্শন ও শব্দ শ্রবণ এ দুই একই প্রকারে হয়। আমরা শব্দ বিজ্ঞানে বলিয়াছি যে পদার্থ হইতে শব্দ নিঃসৃত হইতেছে উহা সম্মুখস্থ বায়ুকে তরঙ্গিত করে। ঐ তরঙ্গের আঘাতে শ্রোতার কর্ণের নিকটবর্ত্তী বায়ুও আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলন কর্ণের মধ্যস্থিত ঢাকাচ্ছাদানে গিয়া লাগে, ইহাতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহাদিগকে জাগ্রৎ করিয়া দেয়। উহারা আবার মনের নিকট ঐ শব্দ বহন করে। আলোকের তরঙ্গে চক্ষু স্থিত স্নায়ু সকল ঐরূপ জাগ্রত হয়, এবং মন তাহাদিগের নিকট হইতে আলোক জ্ঞান লাভ করে। আলোক এই এক পদার্থ না থাকিলে শুদ্ধ যে আমরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিতাম ও এমন সুন্দর প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে সমর্থ হইতাম না এমত নহে, এই পৃথিবী জীবমণ্ডলের বাসের একান্ত অনুপযোগী হইত, বৃক্ষাদি কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ উহারা সূর্য্যালোকেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমাদের এই পৃথিবী সম্বন্ধে সূর্য্য যেরূপ উপকারী, অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রতীয়মান হয়।

সৌর জগৎ।

গ্রহ, উপগ্রহ, এবং ধূমকেতু সকলকে লইয়া আমাদিগের এই সৌর জগৎ। আমাদিগের এই সৌর জগতে আটটী বৃহৎ এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র গ্রহ অবস্থান করিতেছে। এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রহ আশিটির অধিক দেখা গিয়াছে। উপগ্রহ একুশটি, ধূমকেতুর সংখ্যা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এক একটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইতেছে। বৃহৎ গ্রহগণকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি আমাদিগের অধিবাস ভূমি পৃথিবী এবং সূর্য্য এই দুয়ের মধ্যে, ইহাদিগকে নিম্নগ গ্রহ বলিয়া থাকে। এই গ্রহ দুইটি মাত্র, ইহাদিগের নাম বুধ ও শুক্র গ্রহ। আর কতকগুলি পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য হইতে অধিক দূরে, ইহাদিগকে উর্দ্ধগ গ্রহ বলে। (১) ইহারা

(১) পৃথিবী হইতে নিম্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এজন্য কতক গুলির নাম 'নিম্নগ' এবং কতকগুলি পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এজন্য 'উর্দ্ধগ' গ্রহ বলা যায়।

পাঁচটি ইহাদিগের নাম মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর, হর্শেল ও নেপচুন এই সকলকে পশ্চাল্লিখিত মত শ্রেণী বদ্ধ করা যাইতে পারে।



ঊর্দ্ধগ অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা দূরস্থ	নেপচুন বা বরুণ
	হর্শেল, য়ুরেনস্‌, বা জর্জিয়ম
	শনৈশ্চর বা শনি
	বৃহস্পতি
	গ্রহ রাশি
	মঙ্গল
	পৃথিবী
নিম্নগ অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থ	শুক্র
	বুধ

গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে যাহারা পরিভ্রমণ করে তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র আমাদিগের পৃথিবীর উপগ্রহ। অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহ নাই। কেবল উর্দ্ধগ চারিটির উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির চারিটি এবং শনির আটটি উপগ্রহ এবং একটি অঙ্গুরীয়। এই অঙ্গুরীয় বাস্তব অনেক অঙ্গুরীয় সমষ্টি, ইহাদের তুইটি মাত্র দীপ্তিমৎ। হর্শেলের ছয়টি এবং নেপচুনের তুইটি উপগ্রহ। নেপচুনের উপগ্রহ সংখ্যা এখানো নিশ্চয় হয় নাই। লিবার পুল নিবাসী লাসেল সাহেব ১৮৪৬ অব্দে ইহার একটি উপগ্রহ দর্শন করেন এবং ১৮৫০ অব্দে আর একটি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় তিনি অনুমান করেন। ইউনাটেড ষ্টেটের প্রফেসর বণ্ড সাহেব দ্বিতীয় উপগ্রহটি সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত হইয়াছেন। ইটালী দেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ গালিলিও বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতি গ্রহে কতকগুলি বন্ধনীর ন্যায় পরিবেষ্টন আছে, ইহার সংখ্যা সকল সময়ে একরূপ দেখায় না, কিন্তু এক সময়ে প্রায় তিনটার বেশি দেখা যায় না। বৃহস্পতির ন্যায় শনিগ্রহেরও বন্ধনীবেষ্টন আছে, কিন্তু উহা এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র। শনিগ্রহের বিশেষ প্রভেদ এই, যে দ্বিগুণিত একটি অঙ্গুরীয়ক আলোক প্রবাহবৎ উহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। এই অঙ্গুরীয়ক ঐ গ্রহকে আলোক প্রদান করিয়া থাকে। ১৭৮১ অব্দের ১৩ই মার্চ সার উইলিয়ম হারসেল য়ুরেনস গ্রহ আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় জর্জের সময়ে এই গ্রহ আবিষ্কৃত হয় বলিয়া পরে জান হার্সেল তাঁহার সম্মানার্থ উহার নাম 'জর্জ্জিয়ম সিডস' অর্থাৎ জর্জ্জ নক্ষত্র প্রদান করেন। অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তা আবিষ্কারকের স্মরণার্থ উহাকে হর্সেল গ্রহ বলেন। বিদেশীয়েরা য়ুরেনস্ নাম দিয়া থাকেন। কাম্‌ব্রিজের আদম সাহেব নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ১৮৪৫ সালে তিনি য়ুরেনস্ গ্রহের গতির ব্যতিক্রম দর্শন করিয়া অনুমান করেন, অবশ্য কোন অপরিজ্ঞাত গ্রহ দ্বারা এই গতিব্যতিক্রম ঘটিতেছে। ১৮৪৬ সালে ফ্রান্সদেশীয় এক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত এই গ্রহকে কোন্ স্থানে দেখিতে হইবে নির্দ্ধারণ করেন।

অদ্য আমরা সৌর জগতের বিষয় অতি সংক্ষেপে বলিলাম। ভবিষ্যতে

ইহার এক একটির বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। এই বিশেষ বিবরণ সূর্য্যের নিকটস্থ বুধ গ্রহ হইতে আমরা আরম্ভ করিব।



আলোক স্তম্ভ ও একটী বালিকার সৎসাহস।

উপরে যে ছবিটী চিত্রিত হইল, তাহার নাম আলোক স্তম্ভ বা বাতি ঘর। অকূল সমুদ্রের স্থানে স্থানে চড়া, চোরা বালি বা পাহাড় থাকে, জাহাজ সকল তাহার উপরে পড়িবা মাত্র মারা যায়। সমুদ্রে একে বাঁধা রাস্তা নাই, তাহার উপর সর্ব্বক্ষণ ঘোর কুয়াসায় দিক্ সকল আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং রাত্রিকালে অন্ধকারে কোন দিকে কিছু লক্ষিত হয় না, এমত স্থলে জলের ভিতরে লুকায়িত বিপদ সকল হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? এক মাত্র এই বাতি ঘর। সাহেবেরা অনেক কষ্ট ও

ব্যয় স্বীকার করিয়া সমুদ্রের মধ্যস্থিত চড়া ও পাহাড়ময় স্থানে অতি উচ্চ স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে আলোক রক্ষা করিবার জন্য লোকও নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বাতি ঘরের আলো ২০ ক্রোশ দূর হইতে নাবিকেরা দেখিতে পায় এবং সাবধান হইয়া অন্য পথে জাহাজ চালাইয়া ধন প্রাণ রক্ষা করে।

আলোক স্তম্ভের রক্ষকগণ কখন একাকী কখন সপরিবারে তথায় বাস করেন। কি কষ্ট করিয়া তাহাদিগকে যে তথায় থাকিতে হয় তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। যাহাহউক এত কষ্টে ইহাঁরা নাবিকদের যে উপকার করেন, তাহাতে ইহাঁদের জীবন সার্থক বলিতে হয়। ইহাঁরা কেবল আলোক দেখান না; সময়ে সময়ে বিপদাপন্ন জাহাজ সকলের বহু সাহায্য করেন। আলোক স্তম্ভের একটী বালিকার উপাখ্যান আমরা ১৯ অগ্রহায়ণের সুলভ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"একবার একটী সাহেব সপরিবারে (নর্দম্বর্লণ্ডের নিকটবর্ত্তী) একটী আলোক স্তম্ভের উপর বাস করেন। কয়দিন ধরিয়া বাতাস সজোরে বহিতে থাকে। রাত্রিকালে (ফরফার নামে) এক খানি জাহাজ তরঙ্গের আস্ফালন কোন রূপে সামলাইতে না পারিয়া পাহাড়ের উপর আঘাত খাইয়া শরীর বিসর্জ্জন করিল। জাহাজের অর্দ্ধাংশ চুরমার হইয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল, কাপ্তেন এবং অনেক গুলি লোক চিরকালের মত জল শয্যায় শয়ন করিলেন, জাহাজের আর আধ খানা পাহাড়ের উপর বদ্ধ হইয়া রহিল এবং দশ বার জন লোক তাহার মধ্যে বসিয়া প্রাণের জন্য রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন যদি কেহ আসিয়া তাঁহাদিগকে বাঁচায়। তরঙ্গ সকল এক এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাদের গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য বিষম মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। একটী স্ত্রীলোকে দুইটী শিশু সন্তানকে কোন রূপে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তরঙ্গের আঘাত খাইতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। আলোকস্তম্ভের সাহেব তখনও নিদ্রা যাইতেছেন। কুয়াশা চারি দিক্ অল্প অল্প আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাহেবের একটী বালিকা কন্যা অগ্রে উঠিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চারি দিকে দেখিতেছে, হঠাৎ বহুদূরে কালর মত কি একটা দৃষ্টি করিল, অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিল কোন জাহাজের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, শেষে মানুষ গুলির অবস্থাও আঁধারের মত দেখিতে পাইল। বালিকাটী তখন একবারে পিতার নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে জাগাইল এবং দুর্ঘটনার কথা জ্ঞাত করিল। পিতা উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করুন, মানুষের

কি সাধ্য উদ্ধারের বাঁচায়, সমুদ্র এখনই সব ধুয়ে পুঁচে লইয়া যাইবে। যে রকম সমুদ্রের গতিক, আমরা ভাবিয়া কি করিতে পারি ?" বালিকাটী মনে বড়ই আঘাত পাইল, এবং পিতার কথা না শুনিয়া তাঁহার উপর একান্ত জেদ করিল; পিতা শেষে বালিকার ভাবে বাধ্য হইয়া একখানি ছোট নৌকায় আরোহণ করিলেন; বালিকাটীই পিতাকে সাহস দিয়াছে, সেও পিতার সঙ্গে চলিল। সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মধ্যে চারি দিকে পাহাড়ের ভিতর দিয়া একটী বালিকার সাহসে সাহসী হইয়া সাহেব বার বার বিপদে পতিত হইতে হইতে ভগ্ন জাহাজের দিকে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন কেবল ৯ জন মাত্র বাঁচিয়া রহিয়াছে। যে মাতার বক্ষে দুইটী শিশু ছিল তিনি কোথায় ? তিনিও সেই ৯ জনের এক জন, কিন্তু তাঁহার শিশু দুটী তাঁহার বক্ষে থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়া রহিয়াছে। এক জন বৃদ্ধ পুরুষ এবং একটী ক্ষুদ্র বালিকাকে রক্ষক দেখিয়া সেই নয় জনের মন একেবারে গলিয়া গেল, তাঁহারা ঈশ্বরের দয়া স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বালিকাটীরই বা সে সময়কার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে !"

নূতন সংবাদ।

১। গ্লাসগো হেরাল্ড পত্রে লিখিয়াছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পাঠের ক্রমশঃ উত্তম বন্দোবস্ত হইতেছে। গত বৎসর ইহাদের ১২টী শ্রেণী ছিল, লণ্ডন ইউনিবার্সিটী কলেজ গৃহে অধ্যাপকেরা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন এবং ২৭৭ টী মহিলা পাঠার্থ উপস্থিত হয়। আগামী শীতকালে নূতন বৎসরের আরম্ভে গণিত, শিল্পবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীর তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যার শ্রেণী সকল খুলিবে এবং ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান ও ইটালীয় ভাষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণী সংস্থাপিত হইবে।

২। সূর্য্যমুখীর ফুল সংক্রামক জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান অঞ্চলে তাহার চাষ করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা সূর্য্যমণি ফুল হইতে কিছু বিভিন্ন জাতীয়।

৩। গত ২২এ নবেম্বর সন্ধ্যাকালে মান্দ্রাজে ঝড় হইয়া গিয়াছে। ডবলিউ নামে ভবিষ্যৎবক্তা ঝড় গণনা করেন, তিনি না কি ইহার পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া অগ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪। অযোধ্যায় ৮০ টী বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৯০৮ জন ছাত্রী আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় তন্মধ্যে মুসলমান ছাত্রী ১০৭২ এবং হিন্দু ৮৩৬ জন মাত্র।

বামাগণের রচনা।

বিদুরের বিলাপ।

কপট অক্ষের বলে শকুনি দুর্জ্জন।
পাণ্ডবের ধন বল করিল হরণ॥
হৃষ্ট মনে দুর্য্যোধন বলে "দুঃশাসন।
পাঞ্চালিরে আন ভাই সভায় এখন॥
কি কাজ ভূষণে তাঁর উত্তম বসনে।
যাও ভাই কেশে ধরি আন মম স্থানে॥"
দুঃশাসন গিয়া বলে "দ্রৌপদী সুন্দরী।
চল চল সভাস্থলে চল ত্বরা করি॥
দ্রুপদ রাজার লক্ষ্য মাতুল আপনি।
করেছেন ভেদ পুনঃ দেখিবে গো ধনী॥
পাণ্ডবের মায়া পাশ কাটিল্যো সুন্দরী।
হইয়াছ এবে তুমি রাজ রাজেশ্বরী॥"
দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে কি বল দেবর।
দুর্য্যোধন হতে চান মম প্রাণেশ্বর॥
কেমনে এমন কথা বল দুঃশাসন।
কভু কি হইতে পারে অঘট ঘটন?
নিশীথে যদ্যপি ভানু হইয়ে উদয়।
কর জালে দগ্ধ করে মানব নিচয়॥
শীত কালে হয় যদি বহ্নি বরিষণ।
বসন্তে পলায় যদি মলয় পবন॥
পরিহরি কলালাপ মানব নিকরে।
যদিও আনন্দ চিত্তে পেচকে আদরে॥
গর্দ্দিভে সঙ্গীত করে বানরে বাজায়।
শার্দ্দূল সুমিষ্ট ভাষে অবলা মজায়।
বামন হইয়া যদি শশধরে ধরে।
আকাশ কুসুম যদি ভুমি শোভা করে॥
তথাপি সতীত্ব প্রাণ সরলা ভামিনী।
পতি পদ পূজে মনে দিবস যামিনী॥
হেন কথা দুঃশাসন বলিলেরে আর।
করিবেন জগদীশ উচিত বিচার॥"

দুঃশাসন হেসে বলে দ্রুপদ নন্দিনি!
সতীত্ব ভূষণে তুমি ভুষিতা রমণী॥
কামিনী গরিমা তুমি পতিরতা সতী।
তা না হলে হবে কেন পাঁচ জন পতি॥"
এত বলি দুষ্টমতি পাঞ্চালীরে ধরি।
সভাস্থলে লয়ে গেল মমতা পাসরি॥
কেশে ধরি উত্তরিল সভা মধ্যে হায়।
হেরিয়ে সতীর দশা বুক ফেটে যায়॥
ভীমসেন বসেছিল সভায় তখন।
রোষ ভরে ডেকে বলে "শুন সভ্য গণ॥
শুন শুন শুন এই প্রতিজ্ঞা আমার।
মহারণে দুঃশাসনে করিব সংহার॥
সিংহবৎ বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিব।
উদর পূরণ করি শোণিত খাইব॥
দ্রৌপদীর কেশ পাশ বাঁধিব তখন।
মনে রাখ পাপ মতি দুষ্ট দুর্য্যোধন॥"
বিদুর কান্দিয়া বলে "কি কাল ঘটিল।
ধনে প্রাণে ধৃতরাষ্ট্র সবংশে মজিল॥
ভারতের সুখ রবি মুদিল নয়ন।
ভারত কমলা হলো চঞ্চলা এখন॥
হায় ওরে দুর্য্যোধন কি কাল করিলি?
ধনে প্রাণে শেষে হায় সবংশে মজিলি॥
সতীর সতীত্ব বল কি জানিবি বল।
সতী কোপে টলমল করেরে অটল॥
রমণী ভুষণ সার সতীত্ব ভূষণ।
কোথা তার কাছে মণি প্রবাল, কাঞ্চন॥
এহেন সতীর অঙ্গ ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা।
যত্ন করি নিজ কালে ডেকনা ডেকনা॥
মনে রেখো দুর্য্যোধন আমার বচন।
"সতীর শাপেতে হবে সবংশে নিধন॥"

ক্রমশঃ

শ্রীমতী নৃত্যকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং বাগবাজার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৪ সংখ্যা | মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

অসভ্য জাতির বিবরণ।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ২২৫ টী পরস্পর সন্নিহিত দ্বীপ আছে। ইহাদের সমষ্টিকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ কহে। ইহার কয়েকটী মাত্রে মনুষ্যের বসবাস। লোক সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। সুবিখ্যাত ওলন্দাজ নাবিক টাসমান কর্ত্তৃক ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

পর্য্যটক ও হিতব্রত পাদরি সাহেবেরা ইহাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারভাগ নিম্নে প্রকাশ করা গেল। ফিজিদ্বীপ বাসিদের আকৃতি নিগ্রো জাতির ন্যায় এবং ইহারা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ। যুদ্ধ ও শিকারের নিমিত্ত ইহারা বড়শা, লাঠী, তীর, ধনুক ও ফিঙ্গেকল ব্যবহার করে। ইহাদের বাসগৃহ খুটিঘেরা, তাহার মধ্যস্থলে রন্ধনাদি ও চারিভিতে ১ ফুট উচ্চ বেদীর উপর শয়ন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহারা কোন প্রকার ধাতু ব্যবহার করিতে জানে না। কাষ্ঠ, হাড়, পশুর দন্ত, কচ্ছপের পীঠ ইত্যাদি দ্বারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ এবং ভূমি খনন, নিড়ান, শস্য ছেদন প্রভৃতি সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার ও মৎস্য ধরিবার জন্য এক খানি ছোট ও এক খানি বড় সাল্‌তি একত্র সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করে। ইহাদিগের দেশে কুমারের চাক নাই, স্ত্রীলোকেরাই হস্তদ্বারা হাঁড়ি গড়ে। ইহাদের যোষাগণ দাসবৎ পুরুষের অধীন। গৃহ কার্য্য হইতে কৃষিকার্য্য পর্য্যন্ত সকল ভারই ইহাদের উপরে। পুরুষেরা

রাগিলে বামাগণকে বাঁধিয়া প্রহার করে এবং ইচ্ছা মতে উহাদিগকে বিক্রয় করিতেও পারে।

ফিজিদ্বীপ বাসীরা বৃক্ষের ছাল হইতে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে। স্ত্রীদিগের পরিধেয় নামমাত্র, তদ্দ্বারা কেবল কোমর ঢাকা যায়; পুরুষদিগের কাপড় কিঞ্চিৎ পরিসর। বামারা অঙ্গে উল্কি পরে।

মৃত্যু হইলে সকলেরই সমাধি হয়। গর্ত্ত খুলিয়া শবকে তন্মধ্যে বসায়, পরে তদুপরি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে। সম্রান্ত ব্যক্তি হইলে কবরের উপরে এক খানি চাল তুলিয়া দেয়। চুল ছাটা, গায়ে ফোস্কা পড়ান, এবং হাত পায়ের কড়ে আঙুল কাটা এ সমস্ত ইহাদের শোকের চিহ্ন। রাজা বা কোন প্রধান ব্যক্তি মরিলে, প্রিয় স্ত্রী, দাস দাসী এবং কখন কখন ঐ সঙ্গে উহাঁর মাতাকেও কবরজাত করা হয়। ইহাদিগের বামাগণ সতীত্বগুণে ভূষিত এবং তাহারা সহমরণকে স্বর্গে যাইবার এক মাত্র সোপান বলিয়া বিশ্বাস করে।

রুটী, দুগ্ধ, কলা, কচু প্রভৃতি উদ্ভিদ্ এবং মৎস্য, কচ্ছপ, কাঁকড়া, মোরগ শূকর প্রভৃতি আহারীয় আমিষ দ্রব্য সত্ত্বেও ইহারা নরমাংস ভোজন করে। যুদ্ধহত শত্রুদিগের মাংসেরত কথাই নাই, ইহারা ছাগ মেষের ন্যায় দাস দাসীদিগকে পুষিয়া তাহাদিগের মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করে। ক্রিয়া বা উৎসব উপলক্ষে নরবলী দেয়। এমন কি নৌকাভাসান উপলক্ষে কোন রাজা ১০ জন ভৃত্যকে বধ করিয়াছিলেন। ইহারা এতদূর নরমাংসলোলুপ যে, কোন আহারীয় দ্রব্য উপাদেয় হইলে বলিয়া থাকে, আহা! ইহা যে মনুষ্য-পেশীর ন্যায় উৎকৃষ্ট। শ্বেতকায়দিগের সৌভাগ্য যে তাহাদের মাংসে তামাকের গন্ধ বলিয়া ইহারা তত আদর করে না। কিন্তু বামাগণের মাংস, বিশেষতঃ উরু ও বাহুর পেশী পাইলে আর ইহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। যাহাহউক পুরুষেরাই উৎকৃষ্ট সুখভোগে অধিকারী, স্ত্রীজাতি নিকৃষ্ট বলিয়া উহাদের এই উপাদেয় খাদ্য খাইতে নিষেধ। রাজভোগে নর মাংস চাইই চাই। কথিত আছে রায়ন্দ্রি নামক ভূপতি স্বয়ং ৯০০ ব্যক্তিকে আহার করিয়াছিলেন, ইহার তিলার্দ্ধ অন্য কাহাকেও দেন নাই। নরহত্যা ইহাদের মধ্যে পাতক বলিয়া পরি-

গণিত হয় না। যে ব্যক্তি অধিক নর বধ করে, সেই সাধারণের নিকট মান্য ও পূজ্য হয়। স্বভাবতঃ সুশীলা, শান্তপ্রকৃতি, দয়ার আকর বামা জাতিও এস্থলে ভীষণ ও নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধারণ করে। কথিত আছে যে এখানকার ভান্নুয়ালেভু দ্বীপে নরঘাতিনী নয়, এমন স্ত্রীলোক পাওয়াই সুদুস্কর।

শৈশবকাল হইতেই সন্তানগণ নিষ্ঠুরতায় দীক্ষিত হয়। পরস্পর কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু নিম্ন লিখিত পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ ও অশ্রুত পূর্ব্ব। বৃদ্ধ হইলে পিতা মাতাকে নষ্ট করা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত। সন্তানদিগকে স্বয়ং এই কার্য্য করিতে হয়। কখন জনক জননীরা আপনারাই বলেন, কখন বা পুত্রেরা প্রথমে প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব আমন্ত্রিত হইয়া দিন স্থির হয় এবং তৎকালে মহাভোজ দেয়। হণ্ট নামক এক সাহেবকে কোন ফিজি যুবক মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করেন, সাহেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং যথা কালে আনন্দোন্মত্ত দলের অনুযাত্রী হন। কিয়দ্দূর গিয়া সঙ্গে শব না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মৃতদেহ কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র দল-মধ্যস্থিত সহর্ষ নৃত্যকারিণী মাতাকে দেখাইয়া দিলেন। সাহেব কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন, পরে মাতৃহত্যা নিবারণার্থ অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। সন্তান কহিল, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কথা কহিতেছ কেন? উনি আমার মাতা, দশমাস উহাঁর গর্ভে বাস করিয়াছি, শৈশব কালে আমাকে স্তনদুগ্ধ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে কতই স্নেহ করেন, আমিও উহাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকি; অপত্য হইয়া যদি আমি উহাঁর জীবন্ত সমাধি না দিই, তবে কি অপরে দিবেক? ইহা মাতারই পুণ্য ফল এবং আমারও পরম সৌভাগ্য।" পাঠিকাগণ ইহা অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিওনা। ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, এইমাত্র প্রভেদ, যে জননীকে না পুতিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করা হইত!

ফিজিদ্বীপ বাসীরা দেবদেবী মানে এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস করে।

কিন্তু ইহাদের কৈবল্যধাম মৃত্যুরই অনুরূপ। ইহাদের বিশ্বাস যে লোক ইহ সংসার হইতে যে অবস্থায় যাইবে, সে স্বর্গে সেই অবস্থায় পঁহুছিবে। এই নিমিত্ত কাহাকেও বৃদ্ধ বা অথর্ব্ব হইতে দেয় না, পাছে পরলোকে সেই অবস্থায় গিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি উহাদের মধ্যে অতি বিরল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ফিজীপুঞ্জ ভারত মহারাজ্ঞী ইংলণ্ডেশ্বরীর আশ্রিত রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ সময় হইতে অনেক ইংরাজ তথায় গিয়া ইক্ষু, কার্পাস, কাওয়া প্রভৃতি বৃক্ষের চাষ করিতেছেন। বহুকাল হইতে পাদরী সাহেবদিগের যত্ন, শ্রম ও উপদেশে এক লক্ষের অধিক ব্যক্তি খৃষ্টান হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

বঙ্গীয় বামাগণ! তোমাদিগের কত সৌভাগ্য যে তোমাদিগের ফিজি দ্বীপে জন্ম হয় নাই। অসভ্যদেশের উন্নতির নিমিত্ত প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর এবং যে সকল মহাত্মা ইহাদের সভ্যতার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে সতত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ কর।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাচীনা স্ত্রীলোকটীর পদবিক্ষেপ শব্দ নিস্তব্ধ হইবা মাত্র সারা বলিল "আলিস্! তুমি কি এইরূপে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে চাও?"

আলিস্ মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আমি বরং তোমাদিগকে রক্ষা করিতে চাই। আজি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলে, তাতে কি দেখিতে পাও নাই, এই গৃহস্বামী ভয় প্রদর্শন না করিয়াও স্নেহ ও প্রেম দ্বারা কেমন সকলকে আপনার বশীভূত রাখিয়াছেন? তিনি আমাদের প্রতি কি সদ্ব্যবহার কি দয়ালুতাই প্রকাশ না করিলেন! ইহাতে তোমার অন্তঃকরণ কি একটু ভিজে না? ধর্ম্মের জন্য একটু স্পৃহা হয় না? প্রতিদিন আমরা চতুর্দ্দিকে

যে সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখি তৎপ্রতি কি ঘৃণা হয় না?"

"সত্য সত্য আলিস্ আমি এখানে যদি থাকিতে পাই, আর ডেল্কীর মাঠে যাইতে চাহি না। কিন্তু তা বলিলে কি হইবে? আমি যখন কর্ত্তার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, দ্বার খুলিয়া বেদিয়াদিগকে আসিতে দিব, তখন তা আমি করিবই করিব।"

আলিস্ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না সারা! তুমি এত অধার্ম্মিক কখনই হবে না, তুমি এ কর্ম্ম কখনই করিতে পারিবে না। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমাকে সঙ্গে না লইয়া তুমি যদি এই ঘর হইতে নড়, আমি চিৎকার করিয়া বাড়ীর সমস্ত লোককে জাগাইব এবং সমুদায় ষড়্যন্ত্র প্রকাশ করিব।" বালিকাটী কাতর হইয়া সারার পায় পড়িল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং বলিল "আমাদিগের উভয়কেই কি পিতা মাতার ক্রোড় হইতে কেহ হরণ করিয়া আনে নাই? যাতে তাঁহারা আমাদিগকে ফিরিয়া লইতে না চান, এমন কর্ম্ম আমরা কখনই করিব না। আমার মনে লাগিতেছে, আমরা আবার পিতা মাতার দেখা পাইব। সারা! উপরে ঈশ্বর আছেন, ন্যায়বান্ দয়াময় ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করে এবং ভাল বাসে, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কার করেন; কিন্তু সারা! আমি দেখিতেছি তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছ না?"

সারা ঠিক্ পূর্ব্বের মত স্বরে বলিল "আমি দ্বার খুলিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি।"

আলিস্ বলিল "দুষ্কর্ম্ম করিবার অঙ্গীকার পালন করিতে নাই।"

সারা এক গুঁয়ে হইয়া বলিতে লাগিল "আমি অঙ্গীকার করিয়াছি এই মাত্র জানি।" আলিস তাহার গোঁয়াত্মামিতে এককালে হতাশ হইয়া গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং কিছুক্ষণ তাহার বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল সারাকে দোষী না করিয়া কি প্রকারে দোষের কাজটী নিবারণ করা যাইতে পারে? ভূমি হইতে গৃহের উচ্চতা দেখিয়া মনে করিল শয়ন গৃহ হোটেলের তৃতীয় তলে, চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর সকল এত উচ্চ যে দ্বার ভিন্ন অন্য কোন পথ দিয়া কেহ বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বারংবার দেখিয়া

স্থির নিশ্চয় হইয়া গৃহটী পরীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরটী সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র, আসবাবের মধ্যে বিছানাটী, সারা তদুপরি শয়ান। একটী গবাক্ষ এবং মাঠুরিণী যে দ্বার খুলিয়া গিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বাহির হইবার অন্য পথ নাই। আলিস্ একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য সারার দিকে ফিরিল—বলিতে লাগিল "সারা! স্মরণ করিয়া দেখ পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র রহিয়াছে, তিনি পাপ পুণ্য সকলি দেখিতেছেন। তিনি এই গৃহস্বামীর সকল সাধুতা দেখিতেছেন এবং আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে যে পাপ কল্পনা করিতেছি তাহাও জানিতেছেন। যিনি আমাদিগকে এত দয়া করিলেন, তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দয়া প্রদর্শন করিতে যদি না পার, আমার প্রতি দয়া কর, তোমার আপন আত্মার প্রতি দয়া কর"।

সারা ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এখন আলিসের মুখের উপর একবার মাতালের মত তাকাইল। আলিস্ দেখিল তাহাকে নোওাইবার আর চেষ্টা করা বৃথা, তখন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার মনে যে একটী উপায় সঙ্করণ করিতেছিল তাহাই সুসিদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সারা তাচ্ছিল্যভাবে যখনি তাহার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, সে এক লাফে গৃহের বাহিরে গিয়া পড়িল, জোরে কবাটটী টানিয়া বন্ধ করিল এবং ডবল কুলুপ আঁটিয়া দিল। এক নিমিষের মধ্যে সকলি সম্পন্ন হইল এবং সারা শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িতে না পড়িতে সে বরাবর ছুটিয়া চলিল। সারা তাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে সে আরও দ্রুতবেগে চলিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ আলিস্ যেমন একটী কোণ দিয়া ফিরিবে, মাঠুরিণী এবং বারবীরের সম্মুখে পড়িল।

মাঠুরিণী বলিল "মশাই! কেমন, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিতে চান? এই দেখুন সেই দুই বেটীর এক জন পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি তাহার হাত জটকাইয়া ধরিলেন।

নির্দ্দোষ বালিকা হঠাৎ এই প্রকারে ধৃত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে মাটীর দিকে মস্তক নত এবং দৃষ্টি বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

বারবীর বলিলেন "বালিকা! বল, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

আলিস্ কোন প্রত্যুত্তর না করায় মাঠুরিণী ঠোঁট খুলিলেন "বাবা

ঠাকুর! ও আর কোথায় যাবে মনে করেছেন? ডাকাতের চর, ডাকাতদের জন্যে দরজা খুলিতে যাচ্চে। আর ডাকাতেরা এখনি হোটেলের ধারে যদি লুকাইয়া না থাকে, আমি যা বলি সব মিথ্যা। আমাদের সকলকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তিনবার সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়াছি, যদি না হয় আমার গলা কাটিয়া ফেলুন। এখন যদি ভালাই চান, যতক্ষণ রাত্রি না পোহায়, আপনি উহাকে অন্ধ কারাগারে রাখিয়া দিউন্, প্রভাত হইলে কেল্লার মাজিষ্টরের হাতে সমর্পণ করিব, তিনি অল্পক্ষণের মধ্যে উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন।"

বারবীর চাক্ষুষ প্রমাণেও যেন প্রত্যয় করিতে চান না তিনি বলিতে লাগিলেন "দুর্ভাগ্য বালিকা! কথা কহিতেছ না কেন? তুমি কোথায় যাইতেছ, আমাকে বল?"

"মশাই! আপনার যেমন ইচ্ছা, আমাকে সেইরূপ দণ্ড দিন" আলিস্ এই বাক্যটী এমন মৃদু ও করুণস্বরে বলিল যে গৃহস্বামী ব্যথিত-হৃদয় হইয়া বলিলেন "না এমন স্বর, এমন কমনীয় মুখ, যে কোন পাপে কলঙ্কিত, তাহাত কখনই সম্ভব নয়।"

আলিস্ পুনরায় বলিল "আপনার যেমন ইচ্ছা, আমাকে সেইরূপ দণ্ড দিন।" তৎপরে যেন ভয়াকুল হইয়া করযোড়ে বলিল "কিন্তু সারাকে গৃহের বাহির হইতে দিবেন না! আমি তাহার গৃহ কুলুপ বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বারবীর বলিলেন "এ বালিকাটীর ভাব গতিক কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহাহউক হে বালিকে! আমি শুনিতে চাই আমাকে বল—"

আলিস্ বলিল "মহাশয়। রাত্রি প্রভাত না হইলে আমি আপনাকে কিছুই বলিতে পারিব না।"

মাঠুরিণী কথা কাটিয়া বলিলেন, "ঠিক্ কথা! আমরা তোমার নিকট বড়ই বাধিত হইলাম। রাত্রি না পোহাইতে পোহাইতে আমাদের টুঁটী কাটা যাক্।" আলিস্ বলিল "মা ঠাকুরাণি! আমাকে অন্ধ কারাগারে বা যেখানে ইচ্ছা বন্ধ করিয়া রাখুন, কিন্তু যতক্ষণ প্রভাত না হয়, কোন কারণে বাটীর দ্বার খুলিবেন না, তাহাহইলে আপনাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

প্রলোভন বা ভয়প্রদর্শনে আলিসের নিকট হইতে আর কোন কথা বাহির করিতে না পারিয়া বারবীর তাহাকে একটী অন্ধকারময় কারাগারে রাখিতে বলিলেন এবং পরে হোটেলের দ্বারে একজন দ্বারবান্ রাখিয়া শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম হয় না দেখিয়া তিনি রাত্রি থাকিতেই উঠিলেন এবং সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অথবা একবার তাহাকে দর্শন করিতে নিরতিশয় উৎসুক হইয়া তাহার নিকটস্থ হইলেন। কেন এত উৎসুক? বালিকার মুখশ্রী, বালিকার স্বর তাঁহার হৃদয়-প্রোথিত বহু দিনের বিলুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্রেক করিয়া তাঁহাকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। একাদশ বর্ষ গত হইল, তিনি তাঁহার দুই বৎসরের কন্যাটীকে হারাইয়াছেন, তাহার কারণ কিছুই অবধারণ করিতে পারেন নাই। পারিসের নিকটবর্ত্তী শিশু-পালনালয়ে কন্যাটী রক্ষিত হইয়াছিল। বালিকা হারাইয়াছে এই সংবাদ যখন প্রচার হইল, তখন ধাত্রীকে ক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন দেখা গেল, তাহার সেই ক্ষিপ্ততা বালিকা হারাইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অথবা পরবর্ত্তী ফল তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই। ধাত্রী কি উন্মত্ততাবেগে বালিকার প্রাণ সংহার করিল? সাধারণের বিশ্বাস এইরূপ; কিন্তু শোকার্ত্ত পিতা মাতা অনেক অনুসন্ধান দ্বারাও বালিকার কোন সংবাদ লাভ করিতে পারেন নাই। মাতা কন্যা বিয়োগের পর পাঁচ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনাবধি বারবীর বিপত্নীক অবস্থায় এক মাত্র পুত্র লইয়া কালযাপন করিতেছিলেন।

কিন্তু এক্ষণে সেই দুঃখিনী ক্ষুদ্র বালিকা তাঁহার পত্নীরও বিলুপ্ত স্মৃতি আশ্চর্য্য রূপে পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিল। তিনি অবিকল সেই আকৃতি, সেই মুখশ্রী, সেই স্বরভঙ্গী পর্য্যন্ত বালিকাতে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে বারবীরে আশা ও ভয় যে যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে ঘোরতর আন্দোলনে আন্দোলিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি বালিকার বিষয়ে যত অনিশ্চয়, আশা ও ভয় তাঁহার হৃদয়ে ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মন হইতে এই চিন্তা তরঙ্গ নিরস্ত করিয়া একটু নিদ্রা সুখ লাভ করিতে

না পারিয়াই বারবীর শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া যেখানে আলিস্‌কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন শব্দ কর্ণগোচর না হওয়াতে একবার ভাবিলেন "সে এ ঘর হইতেও বা প্রস্থান করিল!" কিন্তু যখন লণ্ঠনের আলো ঘরের কোণে এক গাদা খড়ের উপর পড়িল, দেখিলেন তথায় আলিস্ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন আছে। তিনি নিষ্ঠুর হইয়া সুখনিদ্রা হইতে তাহাকে জাগাইতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার অদূরস্থ এক শিলাখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইয়া বালিকাটীর মস্তকে যাহাতে আলোক পড়ে এমত ভাবে লণ্ঠনটী রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবস্থাতেও বালিকাটীর মুখে সংগোপিত দুঃসহ দুঃখের ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে বোধ হইল; তাহার সুকুমার হৃদয় হইতে গভীর দুঃখ শ্বাস ঘন ঘন বহির্গত হইতেছিল; তাহার স্ফুটিত ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে এক একবার অস্ফুট আর্ত্তস্বর নিঃসারিত হইয়া বারবীরের অন্তঃকরণ ব্যথিত করিতে লাগিল। তাদৃশ নিদ্রিতাবস্থায় বালিকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি তাহার কণ্ঠে রেশম নির্ম্মিত হরিদ্বর্ণ একটী ফিতা অবলোকন করিলেন, তাহাতে এক খানি পদক ঝুলিতেছিল। দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা মুঠা করিয়া ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষিপ্র হস্ত চালনায় আলিস্ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল এবং রাত্রিকালে হঠাৎ এক ব্যক্তিকে শয্যার পার্শ্বে দেখিয়া আঁতকিয়া উঠিল।

বারবীর পদক খানি ধরিয়া বলিলেন "তুমি এটী কোথায় পাইলে?"

আলিস্ কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহা গলা হইতে খুলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। পরে কিছু ব্যস্ত হইয়া বলিল "মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানি আমাকে ফিরাইয়া দিবেন। আমার কণ্ঠ হইতে ইতিপূর্ব্বে আর কখন ইহা খুলি নাই।"

বারবীর তদুপরি অঙ্কিত কথা গুলি পাঠ করিলেন, কিন্তু আপনার চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন "ইহাতে কি খোদিত রহিয়াছে?"

আলিস বলিল "কখন ছাড়িও না।' এবং আমিও ইহাকে কখন ছাড়ি না, সর্ব্বদা পরিয়া থাকি।"

"হা জগদীশ্বর! তোমার কার্য্য মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। এত বৎসর ধরিয়া শোক সন্তাপ এবং বৃথা চেষ্টা করিয়া এখন কি আমার হারা ধন পাইলাম" বলিতে বলিতে বারবীরের কণ্ঠ রোধ হইল এবং আলিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"বৎসে বল বল, আমার প্রতি দয়া করিয়া বল, কোথায় ও পদক পাইলে? কে তোমাকে ইহা দিয়াছে?'

আলিস বলিল "ইহা আমার আপনারই এবং সারার মুখে শুনিতে পাই আমার আরও অনেক অলঙ্কার ছিল, কিন্তু সে সকল সোনার বলিয়া দস্যুরা অপহরণ করিয়াছে, ইহার মূল্য যৎসামান্য বলিয়া ইহা লয় নাই।"

বারবীর বলিলেন "সারা! সারা কে?"

"যে বালিকাটীকে আমি ঘরে কুলুপ দিয়া আসিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সে আমার বিষয় সব জানে, কিন্তু আমাকে বলে না।"

বারবীর তাড়াতাড়ি আলিসের হাত ধরিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে আইস।" তখন দিবা প্রকাশ হইয়াছে আলিস্ তাহা দেখিবা মাত্র আপনা হইতে বলিয়া উঠিল "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সব বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে।"

বারবীর তাহার হাত ধরিয়া দ্রুতি গতি চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিপদ্?"

"মহাশয়! এখনি সকল অবগত হইবেন। কিন্তু আমি মিনতি করি সারাকে ক্ষমা করিবেন।"

বারবীর তাড়াতাড়ি বদ্ধ গৃহের দিকে চলিতেছেন, পথে মাঠুরিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরিচারিকা জিজ্ঞাসিলেন 'মহাশয়! কোথায় যাইতেছেন? কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন, এইরূপে তিন জনে একত্রে কুঠারির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সারা অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বারবীর একবারে তাহার নিকট গিয়া আলিসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "সারা! এ বালিকা কে? আমাকে সত্য সত্য বলিবে, ঠিক্ কথা বলিলে তোমার কোন বিপদ্ হইবে না।"

সারা বলিল "স্বর্য্যোদয় হইয়াছে, আমার আপনার লোকেরা চলিয়া গিয়াছে, আমি এ পৃথিবীতে এখন একাকী; অতএব সত্য বলিতে আর

আমার বাধা কি ! আপনি আমাকে মারিতেও পারেন, রাখিতেও পারেন।"

বারবীর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বল।"

সারা তখনও ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল "আলিস এবং আমি উভয়েই একদল বেদিয়ার লোক। গত রাত্রে তাহারা পারিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং আমরা তাহাদের তরে হোটেলের দ্বার খুলিয়া দিব এইরূপ স্থির ছিল। আমি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতাম, আলিস্ কেবল আমাকে কুলুপ দিয়া রাখিবা করিতে দেয় নাই। অবিকল সত্য যাহা আপনাকে বলিলাম।"

মাঠুরিণী গলা খুলিয়া বলিলেন "আমিত আগে বলিয়াছিলাম ?" গৃহস্বামী যদি রাগান্বিত ভাবে তাঁহাকে চুপ না করাইতেন, তিনি যে কত প্রকারে আপনার পরিণামদর্শিতা ও বুদ্ধি চাতুর্য্যের দম্ভ করিতেন বলা যায় না। বারবীর অন্য কথায় মনোযোগ না দিয়া বলিলেন,

"কিন্তু আলিস—আলিস ! এ কে, কোথা হইতে আসিল, আমাকে বল আমি আর কিছু জানিতে চাই না।"

সারা বলিল "মহাশয় ! ও আমারি ন্যায় এক জন অপহৃত বালিকা, বিশেষ এই, সে যেখান হইতে চুরি গিয়াছে আমি জানি ; কিন্তু এক ব্যক্তি মাত্র আমার বিষয় জানিত, সে মরিয়া গিয়াছে।"

এখনও সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বলাতে বারবীর অস্থির হইয়া বলিলেন "আচ্ছা বালিকা তার পর ?"

সারা বলিল "একাদশ বৎসর গত হইল, মাতা বক্রচিনীর সহিত আমি পারিসের চারিদিক্ ভ্রমণার্থ বাহির হইয়াছিলাম। আমি ভিক্ষা করিতাম, কেহ কখন কিছু না দিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার কারণ এই, আমি অতি ভাল মানুষের বেশ ধরিতাম এবং মিষ্ট কথা ও লোক ভুলান অনেক উপায় শিখিয়াছিলাম, তাহাতে লোক মুগ্ধ হইত। এক দিন যেমন একটী পর্ণশালার দ্বার দিয়া যাইতেছি, মাতা বক্রচিনী একটু জলপানার্থ ঐ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কেহ ছিল না, কেবল দোলার উপর একটী বালিকা ঘুমাইয়াছিল, তাহার গায় অতি উত্তম কেম্ব্রিক ও জরীর পোষাক এবং তাহার গলায় এক ছড়া সোনার হার ছিল বেশ স্মরণ হই-

তেছে। মা বজ্রচিনী শিশুটীকে তুলিয়া লইলেন এবং চিলের মত এত শীঘ্র ছুটিয়া গেলেন যে আমি তাঁহার সঙ্গ ধরিতে পারিলাম না। পরে দেখি একটী ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বালিকার বস্ত্রালাঙ্কর হরণ করিতেছেন। উহার গলায় সবুজ ফিতায় বাঁধা একখানি পদক ছিল, বজ্রচিনী যখন তাহা খুলিতে গেলেন বালিকা আধ আধ স্বরে এমন চিৎকার করিয়া উঠিল যে তিনি তাহা আর না খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তৎপর দিবস আমরা পারিস ছাড়িলাম এবং বেদিয়ারা বালিকাটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিল।"

বারবীর বালিকাটীকে বুকে করিয়া আনন্দে চিৎকার করিতে লাগিলেন "আমার কন্যা, আমার কন্যা! আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তোমার মাতা সর্ব্বদা ঐ কথা গুলি বলিতেন এবং যখন তোমার গলায় ঐ পদক পরাইয়া দেন, তাহাতে উহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। বার বার ঐ কথা শুনিয়া তোমার সুকুমার রসনায় উহা উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিলে। তাহাতেই কেহ তোমার গলা হইতে পদক খুলিতে পরিত না। আমিও যখন খুলিতে যাইতাম "কখন ছাড়িও না, কখন ছাড়িও না।" এই কথা বলিতে। কিন্তু হে প্রাণের দুহিতা! যে করুণাময় পরমেশ্বর ভয়ানক এক দল দস্যুর মধ্যে তোমাকে নির্দ্দোষ, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন; যে অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষতি নিবারণ করিতে তুমি এত প্রয়াস করিয়াছিলে, তাহাকেই যিনি তোমার পিতা বলিয়া পরিচিত করিয়া তোমার পুরস্কার করিলেন তাঁহাকে আমি কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব?"

যাহাহউক আলিসের পক্ষে বিস্ময় ও আনন্দ দুঃসহ হইল, সে তাহা সংবরণ করিতে না পারিয়া পিতার ক্রোড় মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আদর, সান্ত্বনা এবং স্নেহবাক্য কাহারে বলে অভাগিনী বালিকা এতকাল জানিত না; এখন পুনরায় চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহা লাভ করিতে লাগিল। তাহার পিতা ভ্রাতার সহিত তাহাকে দেখা করাইতে অতি ব্যস্ত হইলেন এবং বলিলেন "আইস, আইস কন্যা, জগতের সকলকে আমার হারান ধন দেখাইবার জন্য আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি।"

আলিস্ গদ গদস্বরে করযোড়ে বলিল "কিন্তু পিতা সারা—

"কন্যা! তুমি যদি ইচ্ছা কর, সারা তোমার সঙ্গে বরাবর থাকিবে।"

প্রাচীনা বলিলেন "বাছা, তুমি তাহাকে কি আর বিশ্বাস করিতে পার?"

সারা বলিল "আমি যদি একবার অঙ্গীকার করি, আলিস্ আমাকে বিশ্বাস করিতে পারে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আলিসের ন্যায় সচ্চরিত্র হইতে সচেষ্ট হইব।"

আলিস্ বলিল "আরও আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, আমাদের উভয়কে যেন ভাল করেন। তাহারা আমাদের মনে যে অসৎ বিষয় সকল শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইতে আমাদিগকে যেন উদ্ধার করেন। ঈশ্বরের নিকট কি বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, আমি শিখিয়াছি "হে ঈশ্বর! আমার অন্তরকে নির্ম্মল কর এবং আমার হৃদয়ে পুনরায় পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দেও।"

বারবীর বলিলেন "প্রাণের দুহিতা! ঈশ্বর তোমার প্রতি যেরূপ বিশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে আমাদের যদি সৎকার্য্য করিবার যথার্থ সরল অভিপ্রায় থাকে, কোন অবস্থাই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।'

সমাপ্ত।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' নামে যে একটী ব্যবহার আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এই উপলক্ষে যেরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা অতিশয় হিতজনক। ভ্রাতাদিগের কল্যাণ কামনা এবং ভাই ভগ্নীর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রণয় সাধন ঐ কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য। ভগ্নীরা ঐ দিবস শুদ্ধ ভ্রাতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব বাটীতে লইয়া যান এবং মঙ্গল কামনাপূর্ব্বক আহারীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে তাহাদিগকে দিয়া বিশুদ্ধ ভ্রাতৃপ্রণয়সুখ সম্ভোগ করেন। এই কারণে হস্তে ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া নিম্নলিখিত সংস্কৃত বাক্যটী উচ্চারণ করত ভ্রাতার হস্তে ভগ্নীদিগের প্রণামী বা আশীর্ব্বাদী দিবার প্রথা প্রচলিত আছে :—

ভ্রাতস্তবানুজাতাহং * ভুঙ্‌ক্ষ ভক্ত মিদং শুভং।
প্রীতায় যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

ভ্রাতঃ! আমি তোমার অনুজা; যমরাজ বিশেষতঃ যমুনার প্রীতির জন্য এই শুভ অন্ন ভোজন কর।

এই কার্য্য উপলক্ষে অনেক স্থানে ফোটা দিবার একটী ব্যবহার চলিত আছে। "ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দ্বারে পড়লো কাঁটা।"—এইরূপ মন্ত্র বলিয়া ফোঁটা দিবার রীতি আছে তাহা অনেকেই জানেন। পল্লী-গ্রামে দেখা যায় এই ফোঁটা দেওয়া কার্য্যটী স্ত্রীলোকেরা একটী প্রধান কার্য্য বোধ করিয়া থাকেন এবং উহা না দিলে ভ্রাতার অকল্যাণ হয় মনে করেন। সুতরাং যদি কোন ভ্রাতা উহা গ্রহণ না করেন তবে তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণচিত্ত ও সংশয়ান্বিত হন। অনেক ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া কেন হয় এবং ফোঁটা দিবার কারণ কি? তাঁহারা তাহার এই মাত্র উত্তর দিয়া থাকেন—"ফোঁটা দিতে হয়, তাহা না দিলে ভায়ের অকল্যাণ হয়, এবং ভায়ের ঐ দিন ভগ্নীর বাটী আহার করিতে হয়।" ফলতঃ বিষয়টীর প্রকৃত উদ্দেশ্য যে তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন নাই তাহা তাঁহাদিগের উত্তরে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। গূঢ় শুভ অভিপ্রায়ের সহিত মন্ত্রপূত বাহ্যিক ফোঁটা দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলি কুসংস্কার বিশিষ্ট ব্যবহার চলিত থাকায় অনেকে এমন হিতকরী প্রথাটীর শুভ উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হয়েন না। এই নিমিত্ত আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে ইহার প্রতি তাদৃশ আদর দেখা যায় না। কেহ কেহ ইহা একটা কুসংস্কারাপন্ন ব্যবহার বলিয়া ঘৃণাও করিয়া থাকেন। যে সকল বঙ্গীয়া ভগ্নীরা শিক্ষা প্রভাবে দেশ প্রচলিত কুসংস্কার মূলক ব্যবহারের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এই অনুষ্ঠানটীর শুভ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া উহাতে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভাই ফোঁটার প্রথা কেন হইল, তদ্বিষয়ে এইরূপ একটা গল্প

* জ্যেষ্ঠা হইলে, ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং এইরূপ পাঠ হইয়া থাকে।

প্রচলিত আছে যে কার্ত্তিক মাসে ব্যাধিও মৃত্যু অধিক হইয়া থাকে, তজ্জন্য পূর্ব্বকালে কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা তাঁহার ভ্রাতা যমকে আদর পূর্ব্বক স্বহস্তে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া আহার করাইয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই ব্যবহার অনুসারে বঙ্গীয়া ভগ্নীরা ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবসে ভ্রাতাদিগের কল্যাণার্থে যম ও যমুনার পূজা করিয়া তাহাদিগকে আহারাদি করাইয়া থাকেন, মনে করেন ইহাতে মৃত্যুরাজ দয়া করিয়া ভ্রাতাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। এ সকলি যে কল্পনা ও কুসংস্কার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুধাবনপূর্ব্বক দেখিলে এই প্রথাটীর মধ্যে যে গূঢ় শুভ অভিপ্রায়টী আছে, তৎপ্রতি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনাদর করিতে পারেন না। আমাদিগের সকল ভগ্নীগণের কর্ত্তব্য যে এই পবিত্র ব্যবহারটীর উপরে কতক গুলি কুসংস্কারের আবরণ দেখিয়াই ইহাতে ঘৃণা প্রকাশ না করেন। যাহাতে উহার মধ্যবর্ত্তী বিশুদ্ধ ভাবটী গ্রহণপূর্ব্বক কুসংস্কারাংশ পরিত্যাগ করত দেশীয় চির প্রচলিত কল্যাণজনক ব্যবহার রক্ষা করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহারা যত্নবতী হউন।

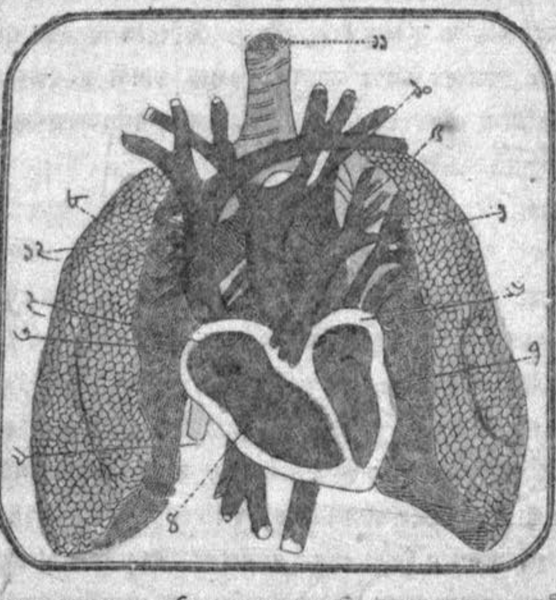
রক্ত সঞ্চালন।

শরীরের যত গুলি ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে রক্ত সঞ্চালন একটী প্রধান। আমরা আহার করি কিসের জন্য? না সেই আহার পরিপাক হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয় এবং সেই রক্ত অস্থি, মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, মজ্জা প্রভৃতি শরীরের সকল অঙ্গকে সংগঠিত ও পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। শরীরের মধ্যে রক্ত যদি সঞ্চালিত না হয়, সকল অঙ্গ দুর্ব্বল এবং অসাড় হইয়া পড়ে এবং অচিরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া যেমন আবশ্যক, ইহা যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ হয় তাহাও সেইরূপ অদ্ভুত কৌশলে পরিপূর্ণ। রক্ত সঞ্চালনের জন্য দুই প্রস্থ যন্ত্র আছে। এক প্রস্থ যন্ত্রের নাম হৃদয়, তাহাতে রক্ত প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় প্রস্থের নাম রক্তপ্রণালী, তাহাদ্বারা রক্ত আপাদ মস্তক সর্ব্বস্থলে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় জলসেচনের জন্য যেমন প্রথমতঃ জল প্রস্তুত করিবার বৃহৎ পুষ্করিণী সকল খনিত আছে এবং পরে বিশোধিত

জল নগরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিবার জন্য চারিদিকে পয়ঃ প্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে, শরীরের মধ্যেও ঠিক্ সেইরূপ কল। হৃদয় যন্ত্রে যত রক্ত আসিয়া জমে এবং বিশোধিত হয়; পরে বিশুদ্ধ রক্ত ধমনী সকল দ্বারা শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বহমান হইয়া যাহার যে অভাব পূরণ করিয়া দেয়। ধমনীর রক্ত যখন দূষিত হয়, তখন তাহা মলিন হইয়া চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালীদ্বারা শিরা সকলে গমন করে এবং তদ্দ্বারা প্রবাহিত হইয়া পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়। এ সকলের বিশেষ বিবরন পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

হৃদয় যন্ত্র।



১ ফুস্‌ফুস্, ২ হৃদয়, ৩ দক্ষিণ পূরক, ৪ দক্ষিণ রেচক, ৫ ক্ষেপণী ধমনী, ৬ বামপূরক, ৭ বামরেচক, ৮ ঊর্দ্ধতন শিরামূল গহ্বর, ৯ অধস্তন শিরামূল, ১০ মূল রক্তনালী, ১১ কণ্ঠনালী, ১২ ঊর্দ্ধতন শিরামূল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্বাসক্রিয়া প্রস্তাবে বলিয়াছি, বক্ষ গহ্বরের মধ্যে ফুস ফুস নামে শ্বাসযন্ত্র আছে। ফুস ফুসের দুই ভাগের মধ্যস্থলে রক্তের

মূলাধার হৃদয় যন্ত্র সংস্থাপিত। নিঃশ্বাস বায়ুদ্বারা হৃদয়ের রক্ত বিশোধিত হইবে, এইজন্য ইহা শ্বাসযন্ত্রের নিকটেই রক্ষিত হইয়াছে। হৃদয় মাংসপেশী নির্ম্মিত একটী ত্রিকোণ স্থলী বক্ষঃগহ্বরের সম্মুখে কিঞ্চিৎ বামদিক্ ঘেঁসিয়া আছে। ইহার মূল মেরুদণ্ডের দিকে, অধোদেশ কিছু প্রশস্ত এবং মধ্যচ্ছেদের উপরে স্থিত। ইহা হৃদাবরণ নামে একটী থলিয়ার মধ্যে বদ্ধ আছে, কিন্তু স্বতঃ নড়িতে চলিতে পারে। হৃদয় যন্ত্র প্রথমতঃ দক্ষিণ ও বাম দুই ভাগে বি[illegible] দক্ষিণ ভাগকে Auricle বা পূরক এবং বামভাগকে Ventric[illegible] রেচক বলে। পূরক দ্বারা রক্ত সঞ্চিত এবং রেচক দ্বারা যথাস্থানে [illegible]ত হয়। এক একভাগ আবার দুই দুই উপবিভাগে বিভ[illegible] অত[illegible]য়ে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী ভাগ অর্থাৎ দক্ষিণ পূরক, দক্ষিণ রেচক, বাম পূরক [illegible]। বাম রেচক। হৃদয় বাটীর মধ্যে এই চারিটী ভাগ যেন চারিটী কু[illegible] ইহাদিগের মধ্যে রক্ত যাতায়াতের অতি আশ্চর্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রথম কুঠারি বা দক্ষিণ পূরকে চারিটী ছিদ্র বা দ্বার আছে। একটী দ্বার দিয়া মস্তকাদি শরীরের উপর অঙ্গ হইতে, দ্বিতীয় দ্বার দিয়া নিম্ন অঙ্গ হইতে, তৃতীয় দ্বার দিয়া হৃদয় হইতে রক্ত আসিয়া এই কুঠারিতে জমা হয়। চতুর্থ দ্বার দিয়া দক্ষিণ রেচকের সহিত ইহার যোগ আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা রক্ত নামিতে পারে, উঠিতে পারে না এইরূপ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

দক্ষিণ পূরক হইতে দক্ষিণ রেচকে যে রক্ত যায়, তাহা (Pulmonary Artery) ক্ষেপণী ধমনী দ্বারা ফুস্‌ফুসে প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত ফিরিয়া না যাইতে পারে এজন্য মধ্যে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ৩ টী ঢাকুনি আছে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা উপপ্রশাখার আকারে ক্ষেপণী ধমনী সমুদয় ফুস্‌ফুসে বিস্তারিত। মৌচাকের গর্ত্তের ন্যায় ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু কোষ আছে, নিশ্বাস দ্বারা আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি তদ্দ্বারা ঐ কোষ সকল পূর্ণ হয় এবং সেই বায়ু ধমনী-বাহিত দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। এই স্থানে আমরা একটী আশ্চর্য্য রাসায়নিক কার্য্য অবলোকন করি। ক্ষেপণী-ধমনী-বাহিত রক্ত মলিন ও কৃষ্ণবর্ণ, কারণ তাহাতে অঙ্গারকের ভাগ অধিক থাকে। নিশ্বাসাকৃষ্ট বায়ুর অম্লজন ঐ রক্তে গিয়া মিশে এবং অঙ্গারককে বাহির

করিয়া দেয়, ইহাতে দূষিত রক্ত আবার লোহিত বর্ণ ধারন করে। এইরূপে ফুস্‌ফুসমধ্যে দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া চারিটী (Pulmonary Veins) ক্ষেপণী শিরা দ্বারা বাম পূরকে আসিয়া সংগৃহীত হয়। বাম পূরক হইতে নির্ম্মল রক্ত অল্পে অল্পে বাম রেচকে যায়। তাহা আর ফিরিয়া আসিতে না পারে, একারণ এই পূরক ও রেচকের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দুইটী ঢাকুনী আছে; তাহা রক্ত বাহির হইতে দেয়, কিন্তু বাহির হইলে আর ভিতরে যাইতে দেয় না। বামরেচকের আকৃতি ব[illegible] তাহা অতি স্থূল মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ র[illegible] থাকে। ঐ রক্ত ইহা হইতে (Aorta) মূলরক্তনালীতে যায়। উহা [illegible] ফিরিয়া না যায় এজন্য তথায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি তিনটী ঢাকুনী আছে। [illegible]ক্তনা[illegible] [illegible]খিতে একটী গাছের মূল দেশের ন্যায়। ইহা হইতে রক্ত প্রণালী সকল শাখা প্রশাখার ন্যায় বহির্গত হইয়া উর্দ্ধ, অধ, পার্শ্ব স[illegible] শরীরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ রক্ত এই সকল প্রণালীদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। রক্ত শরীরের অতি সূক্ষ্মস্থানেও যাইতে পারে এ জন্য প্রণালী সকল ক্রমে সূক্ষ্মতর হইয়া অবশেষে কেশের আকার ধারণ করিয়াছে। ভাল রক্ত শরীরের সকল স্থানের অভাব পূরণ করিয়া চলিতে চলিতে সেই সকল স্থানের দুষ্ট ও বিকৃত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইতে থাকে। এই দূষিত রক্ত যদি সংশোধিত না হইয়া কোন স্থানে বদ্ধ থাকে, পীড়া এবং মৃত্যু সংঘটন হইতে পারে। এই নিমিত্ত ভাল রক্ত চলিবার জন্য যেমন ধমনী সকল শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরময় প্রসারিত আছে, মন্দ রক্ত হৃদয়ে পুনরানয়ন করিবার জন্য শিরা সকল সেইরূপ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত আছে। যেখানে ধমনী সকলের কেশাকৃতি সূক্ষ্ম প্রণালী সকল শেষ হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই শিরা সকলের কেশাকৃতি প্রণালী আরম্ভ হইয়া ক্রমে স্থূলাকৃতি হইয়াছে। দূষিত রক্তস্রোত শিরা দ্বারা শরীরের অধ উর্দ্ধ দেশ হইতে বহমান হইয়া হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ পূরকে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে তথায় সংশোধিত হইতে থাকে। আমরা যে আহার করি তাহারও পুষ্টিকর রস শরীর পোষক শোণিত রূপে পরিণত হইবার জন্য শিরার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হয়।